গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

www.brta.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

নির্দেশনায়
জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিআরটিএ

সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা
জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশাসন) (যুগ্মসচিব), বিআরটিএ

সম্পাদনা সহযোগী
জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, উপপরিচালক (প্রশাসন) (যুগ্মসচিব), বিআরটিএ।
জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওবায়দুল কাদের, এমপি
মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১১ অক্টোবর, ২০২৩

বাণী

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এর উদ্যোগে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বার্ষিক প্রতিবেদন কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দর্পণস্বরূপ। এর মাধ্যমে যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম প্রকাশ পায়। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে বিআরটিএ এর কার্যক্রম সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তুলে ধরার পাশাপাশি বিআরটিএ এর সার্বিক কার্যক্রমের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যাবে, যা ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা অভিমুখে। ডিজিটাল বাংলাদেশের যে অদম্য পথচলা, তারই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।

সড়ক পরিবহন বাংলাদেশের প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। আধুনিক, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাড়ছে সড়ক নেটওয়ার্ক। সড়ক নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির সাথে সাথে বাড়ছে মোটরযানের সংখ্যা ও এর ব্যবহার। রেল ও নৌ পথের তুলনায় সড়কপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই মুহূর্তে প্রয়োজন সড়ক শৃঙ্খলা। সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক এখন আমাদের অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্যে, শেখ হাসিনা সরকার নানামুখি উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে, বহুল প্রতীক্ষিত সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটির বিধিমালাও ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। জনবল বৃদ্ধিসহ বিআরটিএ এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং পরিবহন সংশ্লিষ্ট অনলাইন সেবার পরিধিও বাড়ানো হয়েছে। সেবাগ্রহীতাগণ ঘরে বসে আবেদন দাখিলের মাধ্যমে পাচ্ছেন কাঙ্খিত সেবা। নভেম্বর, ২০২২ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর পরীক্ষার দিনই পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রিক গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে, সেবাগ্রহীতাকে বারবার বিআরটিএ'তে আসতে হয়না। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট হওয়ার পর ডাকযোগে সেবা গ্রহীতার ঘরে/ঠিকানায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও BRTA DL Checker Apps এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর প্রিন্টিং স্ট্যাটাস জানতে পারছেন। সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইতোমধ্যে QR কোডযুক্ত ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করেছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মোটরযান পরিদর্শনের নিমিত্ত বর্তমান সরকার বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল, মিরপুর-১৩ তে নতুন ১২ (বারো) লেন বিশিষ্ট ভিআইসি নির্মাণ করেছে যা শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। মোটরযানের মালিকানা বদলীসহ সংশ্লিষ্ট সেবা দ্রুততম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্কাইভিং করার কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রতিটি মৃত্যু বেদনার। আমরা সড়কে একটি মৃত্যুও চাইনা। আর এজন্য সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাকে সরকার চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সরকার তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবাগুলোকে সহজীকরণ করছে। পেশাদার চালকদের প্রশিক্ষণসহ জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ এর উদ্যোগে দেশের প্রতিটি জেলায় বিশেষ প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত লিফলেট, পোস্টার, স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে। গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়নে ইতোমধ্যে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী চালকদের ডোপটেস্টের আওতায় আনা হয়েছে, যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বিআরটিএ-কে একটি জনবান্ধব এবং সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার যে প্রয়াস তা আরও বেগবান করতে হবে।

বিআরটিএ এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিষ্ঠা এবং সততার সাথে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বিআরটিএ এর চলমান ভূমিকা আরও গতিশীল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।

ওবায়দুল কাদের, এমপি

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১ অক্টোবর, ২০২৩

বাণী

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশ বান্ধব, আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) নিরলসভাবে কাজ করছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৬(৩) অনুসরণে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক জনসাধারণকে বিআরটিএ এর কার্যক্রম সর্ম্পকে সম্যক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিআরটিএ প্রদত্ত সেবা ও অন্যান্য কর্মসম্পাদনের তথ্যাবলী নিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরটিএ কর্তৃক মোটরযান ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন, সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ, সেবার মানোন্নয়ন ও রাজস্ব আদায় এই চারটি ক্ষেত্রেই কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ২০৩০ ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুসরণে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা সহজিকরণ এবং ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়েছে। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে প্রদেয় অনলাইন সেবার মাধ্যমে জনগণ ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফিটনেস ও রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত সেবাসমূহ গ্রহণের সুফল পেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে পরীক্ষার দিনই পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রিক গ্রহণের মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্সের দক্ষতা যাচাই পরীক্ষা এবং QR কোডযুক্ত ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে। এছাড়াও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মোটরযানের যান্ত্রিক ত্রুটি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল, মিরপুর-১৩ তে নতুন ১২ (বারো) লেন বিশিষ্ট ভিআইসি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে যা শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন করা হবে। মোটরযানের মালিকানা বদলীসহ সংশ্লিষ্ট সেবা দ্রুততম সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের নথি ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্কাইভিং করার কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস করে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিআরটিএ এর অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মোটরযান চালকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আইন প্রয়োগ এবং সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই এবং সে লক্ষ্যে বিআরটিএ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া, দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ বিআরটিএ-তে সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী প্রথম বারের মত সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত নিহত ব্যক্তিদের পরিবার ও আহতদের আর্থিক সহায়তা তহবিল হতে চেক বিতরণ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। আগামী ১৯ অক্টোবর ২০২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চেক বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, ব্যয় সংকোচন এবং সেবার মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিআরটিএ-কে একটি গ্রাহক বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। সরকার প্রণীত শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুত (সিটিজেন চার্টার), উদ্ভাবনসহ (ইনোভেশন) বিআরটিএ এর সকল কর্মকান্ডে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিষ্ঠা ও সততার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে আমি আশা করি।

বিআরটিএ এর নানা সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কাজটি সম্পন্ন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই। আমি বিআরটিএ'র সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কমনা করছি।

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১ অক্টোবর, ২০২৩

বাণী

প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিটি দপ্তরের প্রত্যেক অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় বিআরটিএ এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। ফলে জনসাধারণ বিআরটিএ এর সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারবে, যা তাদের মাঝে ইতিবাচক ধারণা তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

বিআরটিএ এর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উন্নত ধ্যান-ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে গ্রাহকসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ডিজিটাল কার্যক্রমের সুফল হিসেবে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (bsp.brta.gov.bd) এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন ঘরে বসে দাখিল ও ঘরে বসেই সার্টিফিকেট প্রিন্ট করতে পারছেন। এই সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল করতে পারছেন এবং আবেদন দাখিলের দিনই যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের যে কোন সার্কেল থেকে ফিটনেস নবায়নের নিমিত্ত অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ নিজের পছন্দমত সময়সূচি অনুযায়ী মোটরযানসহ হাজির হয়ে স্বল্প সময়ে ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন করে নিতে পারছেন এবং মোটরযানের কর ও ফিসহ অন্যান্য ফি ১৮টি ব্যাংকের ৫০০ এর অধিক শাখার মাধ্যমে জমা দিতে পারছেন।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখ থেকে পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রার্থীর আবেদনপত্রের সাথে ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নভেম্বর, ২০২২ থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর পরীক্ষার দিনই পরীক্ষার্থীর বায়োমেট্রিক গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে, সেবাগ্রহীতাকে বারবার বিআরটিএ'তে আসতে হয়না। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট হওয়ার পর ডাকযোগে সেবা গ্রহীতার ঘরে/ঠিকানায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও BRTA DL Checker Apps এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ ড্রাইভিং লাইসেন্স এর প্রিন্টিং স্ট্যাটাস জানতে পারছেন। সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইতোমধ্যে QR কোডযুক্ত ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন করেছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গ্রাহক সেবা প্রদানে নিত্য নতুন অনলাইন সেবা সংযোজনের পাশাপাশি দুর্ঘটনা রোধে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদার ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য ঢাকা মহানগরীসহ সারাদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক শ্লোগান সম্বলিত স্টিকার, লিফলেট ও পোস্টার মোটরযান চালক যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিয়মিতভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে রোড-শো করা হচ্ছে। শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে করা হচ্ছে। সড়কে শৃঙ্খলা আনয়ন ও সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করতে জনসচেতনতামূলক বেশ কয়েকটি টিভি ফিলার প্রদর্শনসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করছে।

আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে গ্রাহক বান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিআরটিএ কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে, প্রায় ৮০ ভাগ সেবা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। শতভাগ সেবা ডিজিটালাইজ করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সকল কাজে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিষ্ঠা এবং সততার সাথে দায়িত্ব পালন করবেন এবং একই সাথে গ্রাহকগণ দালাল পরিহার করে ডিজিটাল সুবিধা গ্রহণ করে বিআরটিএ এর কাজে সহযোগিতা করবেন মর্মে আমি আশাবাদী।

আমি বিআরটিএ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নুর মোহাম্মদ মজুমদার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অধ্যায়	
১.	• ভূমিকা, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ১৬টি কার্যাবলি • বিআরটিএ'র গঠন, গ্রেড ভিত্তিক বিআরটিএ'র জনবলের তথ্য	১-৩
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
২.	**প্রশাসনিক কার্যক্রম** • সুশাসন, গনশুনানি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা • জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর অগ্রগতি ও অবস্থান, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ই-টেন্ডার • জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, আইন, বিধি ও নীতিমালা	৪-৬
	তৃতীয় অধ্যায়	
৩.	**২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম** • মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট • হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তন • মোটযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট, মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন • রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন • ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন • মোবাইল কোর্ট পরিচালনা • মোটরযানের কর ও ফি আদায় • রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং রাইডারদের অনলাইন আবেদন • ভিআইসি • বিআরটিএ পরিচালনা পরিষদ • ট্রাস্টি বোর্ড • ইনোভেশন • অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ • নথি/রেকর্ডপত্র/দলিল ডিজিটাল আর্কাইভ	৭-১৬
	চতুর্থ **অধ্যায়**	
৪.	• সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম • সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পেশাজীবি মোটরযান চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ • সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত • ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য আরো কিছু কাজ	১৭-২১
	পঞ্চম **অধ্যায়**	
৫.	• ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা • চ্যালেঞ্জসমূহ	২২
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
৬.	• বিআরটিএ সদর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য	২৩-২৫
	সপ্তম অধ্যায়	
৭.	• জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ • বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি • ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ • সিটিজেন চার্টার	২৬-৬৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বিআরটিএ'র অধিকাংশ কার্যক্রম সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট এবং সড়ক নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত। ১৯৮৭ সনে মোট ২৯১ জনবল নিয়ে যাত্রা শুরু হওয়া বিআরটিএ'র অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমান জনবল হচ্ছে ৯৩১ জন। বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান, ট্যাক্স-টোকেন ইস্যু ও নবায়ন, রাইডশেয়ারিং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, মোটরযানের মালিকানা বদলী, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, সরকারি মোটরযান মেরামতের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান, দুর্ঘটনা কবলিত মোটরযান পরিদর্শন ইত্যাদি, যা সড়ক নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও দক্ষ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের পাশাপাশি গ্রাহকসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতিষ্ঠানটি সীমিত সংখ্যক জনবল দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিআরটিএ সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৬শত গুণ এবং ইহা ক্রমবর্ধমান। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ক্রমাগতভাবে বিআরটিএ'র কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যানবাহনের আকৃতি ও প্রযুক্তিগত প্রকৃতি পরিবর্তনের ফলে বিআরটিএ-কে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ১৯৮৭ সালে সারাদেশে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার এবং বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা প্রায় ৫৮,৫১,৯০৩ লক্ষ। তবে এসব মোটরযানের প্রায় ৩০ শতাংশ বা প্রায় ১৭ লক্ষ মোটরযান বিভিন্ন কারণে অফরোড রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৩.৪৪ গুণ। বিআরটিএ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, সুশৃঙ্খল, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও দক্ষ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা; সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কারিগরি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ চালক সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই ও আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং নির্বিঘ্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে বিআরটিএ এর বিভিন্ন সেবা প্রদানে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহককে অনলাইন সেবা প্রদান করার জন্য বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (BSP) থেকে বর্তমানে যেসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা হলো - ঘরে বসেই শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল ও শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট, গ্রাহকগণ অনলাইনে মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল, মোবাইল মেসেজ এর মাধ্যমে গ্রাহকগণ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের বায়োমেট্রিক প্রদান ও সার্টিফিকেট সংগ্রহের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, মোটরযানের রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুতের স্ট্যাটাস জানা ও সংযোজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে পারছেন। গ্রাহকগণ বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড খোলার মাধ্যমে মোটরযানের অগ্রিম আয়কর, ট্যাক্স-টোকেনসহ অন্যান্য ফি'র পরিমাণ জানতে পারছেন, মোটরযানের মালিকগণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাদের মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে ফিটনেস ও ট্যাক্স টোকেনের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া এবং ফি'র পরিমাণ জানতে পারছেন, ফিটনেস নবায়নের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে পারছেন এবং রাইডশেয়ারিং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের আবেদন দাখিল ও প্রিন্ট করতে পারছেন। বাংলাদেশের সিংহভাগ জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। দেশের জনগণ বিআরটিএ এর কাছ থেকে দ্রুত ও গুনগত সেবা প্রত্যাশা করে। বিআরটিএ এর প্রায় ৮০% সেবা ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। সড়ক ও মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয় করে মোটরযান চালকদের স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুর পাশাপাশি ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, রুট পারমিট ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ করার পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের হার কমিয়ে আনতে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতি ও দালাল মুক্ত বিআরটিএ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত ও গুনগত সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিআরটিএ বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দ্রুত শতভাগ সেবা ডিজিটালাইজ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সার্কেল অফিসের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং এর কার্যক্রমে আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। বিআরটিএ এর কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে, ফলে সেবার মান ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রূপকল্প (Vision):

ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশবান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশবান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বিআরটিএ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ সড়ক পরিবহন সেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তোলা;
- সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কারিগরি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ চালক সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ।

বিআরটিএ'র ১৬টি কার্যাবলি:

- মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স, রুটপারমিট ইত্যাদি প্রদান;
- মোটরযান প্রস্তুতকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান ওয়ার্কশপ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, মোটরযান দূষণ পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
- যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;
- সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
- সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরযানের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
- সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- ট্রাফিক চিহ্ন, সংকেত, গতিসীমা ইত্যাদি নির্ধারণ;
- ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় সমন্বিত রুটনেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- মোটরযানের টাইপ ও শ্রেণির নমুনা অনুমোদন এবং তদনুযায়ী নির্মাণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ;
- মোটরযানের এক্সেল লোড ও ওজনসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- আঞ্চলিক পরিবহণ কমিটি গঠন ও ইহার কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
- মোটরযানের কর ও ফি আদায় এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযানের ফি নির্ধারণ;
- গণপরিবহণের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন;
- যে কোনো এলাকা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযান ও গণপরিবহণের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- উপরি-উক্ত কোনো বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো কাজ; এবং
- সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

বিআরটিএ'র গঠন:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়াধীন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। সড়ক পরিবহনের সার্বিক তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ২এ ধারার ক্ষমতাবলে ১৯৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে বিআরটিএ গঠন করা হয়। বর্তমানে এ সংস্থাটি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি ১৯৬২ সালে "সুপারিনটেনডেন্ট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (SRTM)" হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে দেশের রাস্তা-ঘাট ও মোটরযানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৭ সনে 'সুপারিটেনডেন্ট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (SRTM)' পুনর্গঠন করে 'ডারেক্টরেট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (DRTM)' নামকরণ করা হয়। বিআরটিএ গঠনের পূর্বে মোটরযান সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন- মোটরযান রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান, সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণাকরণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, রুট পারমিট প্রদান, মোটরযানের রাজস্ব আদায় ইত্যাদি মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন সংস্থার উপর ন্যস্ত ছিল। মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কাজ পুলিশ বিভাগ, আন্তঃজেলা রুট পারমিট ও বিশেষ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজ তদানিন্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক রুট পারমিট সংক্রান্ত কাজ জেলা প্রশাসন, রাজস্ব আদায় ডাকবিভাগ ও মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু/নবায়ন সংক্রান্ত কাজ DRTM সম্পাদন করত। মোটরযান সংক্রান্ত কাজ একই সংস্থা থেকে সম্পাদন করার লক্ষ্যে মালিক সমিতির দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৮৭ সনে "ডাইরেক্টরেট অব রোড ট্রান্সপোর্ট মেইন্টেন্যান্স (DRTM)" এর ৬২ জনবলসহ মোট ২৯১ জনবল সম্বলিত বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি সৃষ্টি করা হয়। বিআরটিএ'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ৯৩১ জন। এর মধ্যে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের আওতাভুক্ত ০৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলা সার্কেল এবং ৬টি মেট্রো সার্কেলের মাধ্যমে বিআরটিএ'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

গ্রেড ভিত্তিক বিআরটিএ'র জনবলের তথ্যঃ

ক্র.নং	পদের নাম	গ্রেড নং	পদ সংখ্যা
১.	চেয়ারম্যান	গ্রেড-১	১ জন
২.	পরিচালক (প্রশাসন / এনফোর্সমেন্ট / অডিট ও আইন)	গ্রেড-৩	০৩ জন
৩.	পরিচালক (ইঞ্জি / অপারেশন / রোড সেফটি / প্রশিক্ষণ)	গ্রেড-৪	০৪ জন
৪.	পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ার) [বিভাগীয় কার্যালয়]	গ্রেড-৪	০৮ জন
৫.	উপপরিচালক(প্রশা/এনফোর্সমেন্ট/এক্সিডেন্টাল ডাটা এনালিস্ট/সিস্টেম এনালিস্ট	গ্রেড-৫	০৪ জন
৬.	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	গ্রেড-৬	১৯ জন

৭.	উপপরিচালক ইঞ্জিনিয়ার/অর্থ/আইন/অডিট/প্রশিক্ষণ)/উপপরিচালক/প্রোগ্রামার/মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	গ্রেড-৬	২৮ জন
৮.	সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)/ সহকারী পরিচালক/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/সহঃ প্রোগ্রামার/ সহঃ মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার/ সমমান	গ্রেড-৯	১১৮ জন
৯.	মোটরযান পরিদর্শক/ সহঃ রাজস্ব কর্মকর্তা	গ্রেড-১০	১৮৫ জন
১০.	সহঃ মোটরযান পরিদর্শক/মেকানিক্যাল এসিস্ট্যান্ট/প্রধান সহকারী/উচ্চমান সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর/ অডিটর/ হিসাবরক্ষক/ স্টেনোটাইপিস্ট/সমমান	গ্রেড ১১-১৬	৪১১ জন
১১.	ডেসপাস রাইডার/ ক্যাশিয়ার/ অফিস সহায়ক/ সমমান	গ্রেড ১৭-২০	১৫০ জন
মোট			৯৩১ জন

বিআরটিএ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে বর্তমানে ৯৩১ জন জনবল রয়েছে। ২০০৯ সালের পর হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৬৬২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭৭৯ জন কর্মরত আছেন। অবশিষ্ট জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ পূরণের জন্য বিআরটিএ'র রিক্যুইজিশনের প্রেক্ষিতে পিএসসি কর্তৃক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রেষণে পূরণযোগ্য পদসমূহ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরাসরি ও পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রশাসনিক কার্যক্রম

২.১ সুশাসন:

সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের হয়রানি হ্রাস, গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি বিধান/নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিআরটিএ'র কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন, মানসম্মত নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও সুষ্ঠুভাবে কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে যথাসময়ে অফিসে আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণের নিমিত্ত 'বায়োমেট্রিক উপস্থিতি' সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বিআরটিএ'র সকল সার্কেল অফিস সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা এবং তা বিআরটিএ প্রধান কার্যালয় থেকে সরাসরি মনিটরিং করার প্রয়োজনীয় ডাটা কানেক্টিভিটিসহ সকল সার্কেল অফিসের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সদর কার্যালয়ে প্রতিটি শাখা ভিত্তিক স্ব-স্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুসরণপূর্বক নথিপত্র উপস্থাপন, নিষ্পত্তি এবং সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিআরটিএ'র সার্কেলসমূহের কাজ যথাযথভাবে পালন, গ্রাহক হয়রানী ও আর্থিক লেনদেন বন্ধ করতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দালালমুক্ত পরিবেশে জনসেবা নিশ্চিত করতে বিআরটিএ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল, মোবাইল এসএমএসসহ সামাজিক অনলাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র ০৩ (তিন) জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সার্বক্ষণিকভাবে ঢাকার ০৩ (তিন)টি সার্কেলে দালালমুক্ত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকল্পে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কোনো প্রকার গ্রাহক হয়রানী বা দালালের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে কিংবা দায়িত্ব পালনকালে কোনো দালাল ধরা পড়লে তার বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক তাৎক্ষণিক সাজা দেয়া হচ্ছে। দালালদের দৌরাত্ম্য, অফিসের কাজে দালালদের সাথে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংশ্লেষ ও আর্থিক লেনদেনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কোনো গ্রাহক বা সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের স্বার্থে ঢাকা মেট্রো সার্কেলের সিসি ক্যামেরার এন্ট্রিতে সকল পরিচালক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দালালমুক্ত পরিবেশে গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করা এবং কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করার স্বার্থে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের সকল পরিচালক প্রতিমাসে ২ (দুই) বার ঢাকা মেট্রো সার্কেল (১/২/৩) সরেজমিনে পরিদর্শন করে মতামত/সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ধারা ২০ ধারামতে ০৪টি ক্ষেত্রে যথা- রেজিস্ট্রেশনের সময়, রেজিস্ট্রেশন সনদে মালিকানা পরিবর্তন রেকর্ডভুক্তকরণের সময়, রেজিস্ট্রিকৃত মোটরযানের কোনো কারিগরি, অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক পরিবর্তনের সময় এবং মোটরযানের ফিটনেস সনদ গ্রহণের সময় কর্তৃপক্ষের সম্মুখে মোটরযান প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করার স্বার্থে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়ের পরিচালকগণকে প্রতিমাসে অন্তত ১ (এক) বার ঢাকা মেট্রো সার্কেল (১/২/৩/৪) সরেজমিনে পরিদর্শন এবং বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জি) গণ তার আওতাভুক্ত সার্কেলসমূহের মধ্যে প্রতিমাসে অন্তত ৩ (তিন)টি সার্কেল সরেজমিনে পরিদর্শন করে মোটরযান পরিদর্শন করার বাধ্যবাধ্যকতা প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সুস্পস্ট মতামত/সুপারিশ সহ প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। বিআরটিএ'র কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণ, কর্তব্য কর্মে অবহেলা, দুর্নীতি, উৎকোচ বা ঘুষ গ্রহণ, গ্রাহকসেবা না দেয়া, দালালের মাধ্যমে গ্রাহক জিম্মি করা, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন/লাইসেন্স/ফিটনেস সনদ প্রদান ইত্যাদি অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতার ভিত্তিতে দায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রজু করা হয়। মোটরযানের ফিটনেস সনদ ইস্যুর পূর্বে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সরকারী আদেশ অনুযায়ী মোটরযান পরিদর্শনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও মোটরযানটি পরিদর্শন ব্যতিরেকে থানা হেফাজতে জব্দ/আটককৃত ও ফিটনেসের অনুপযুক্ত মোটরযানের ফিটনেস সনদ ইস্যুর অপরাধে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দুইজন মোটরযান পরিদর্শককে সাময়িক বরখাস্তপূর্বক বিভাগীয় মামলা রজু করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ০৫ টি। তন্মধ্যে, চাকুরিচ্যুত (চাকুরি হতে বরখাস্ত) ০১ জন, অব্যাহতি প্রদান ০১ জন, অন্যান্য দন্ড প্রদান করা হয় ০৩ জনকে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ২০টির অধিক স্বল্প দৈর্ঘ্য ভিডিও চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র বিআরটিএ'র প্রধান কার্যালয়ে এলইডি স্ক্রিন স্থাপনপূর্বক প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিডিও চিত্রসমূহ বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

২.২ গণশুনানি:

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজন ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গণশুনানী হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২ এবং সিলেট জেলা সার্কেলে ২ (দুই) টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান বিআরটিএ'র উপস্থিতিতে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২ এ অনুষ্ঠিত গণশুনানী

২.৩ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS):

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরটিএ-তে প্রাপ্ত ৩৭৫টি অভিযোগের মধ্যে ২৫টি অভিযোগ বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় অন্য দপ্তরে প্রেরণ এবং ৩৫০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া সকল বিভাগীয় অফিস ও সার্কেল অফিসসমূহে সাপ্তাহিক গণশুনানীর মাধ্যমে গ্রাহকগণের অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা চালু আছে এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS):

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ও অধস্তন অফিসসমূহে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ০৪ টি সভা ও বিভাগীয় অফিসের সাথে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক ০৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। NIS বিষয়ে ২৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থবছরে ৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২.৫ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA):

২০২২-২৩ অর্থবছরে APA এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গৃহীত বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা শেষে অর্জন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএ সংক্রান্ত সফট্ওয়্যারেও প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ১২ জুন ২০২৩ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া ২০ জুন ২০২৩ তারিখে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং বিআরটিএ'র সকল বিভাগীয় পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর মধ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বিআরটিএ)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২০২৪ (বিআরটিএ সদর কার্যালয় এবং বিআরটিএ বিভাগীয় কার্যালয়)

ই-টেন্ডার:

বিআরটিএ'র ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১০,৯০,৮৭,৯৭৩/- টাকার ১২টি ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

২.৭ জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন:

জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ০৫ জুন ২০১৭ খ্রি: তারিখে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। 'খ' শ্রেণির দিবস হিসেবে সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রো জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ০৫ জুন ২০১৭ তারিখে সরকার ২২ অক্টোবরকে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। 'খ' শ্রেণির দিবস হিসেবে সড়ক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতিবছর দেশব্যাপী দিবসটি উদযাপন করা হয়। 'আইন মেনে সড়কে চলি, নিরাপদে ঘরে ফিরি' প্রতিপাদ্যে ২২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ৬ষ্ঠবারের মতো জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপিত হয়।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস, ২০২২ এর আলোচনা সভা

২.৮ আইন, বিধি ও নীতিমালা:

মহাসড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮; সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭; রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ (সংশোধিত ২০১৬); ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর অধীনে সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর গেজেট গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরটিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৩.১ মোটরযান রেজিস্ট্রেশন:

মোটরযান রেজিস্ট্রেশন সনদ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা মোটরযান মালিক আইনগতভাবে সড়ক, মহাসড়ক বা পাবলিক প্লেসে কোন মোটরযান চালাতে পারেন না চালাবার অনুমতি প্রদান করতে পারেন না। মোটরযান রেজিস্ট্রেশন সনদ ব্যতীত মোটরযান চালালে আইন অনুযায়ী জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে। সেবাপ্রত্যাশী তাঁর মোটরযানের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইনে আবেদন করবেন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত দেশে রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের সংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টি। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পর্যন্ত উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭,৫৯,৩৫৩। বিআরটিএ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৬টি মেট্রো সার্কেল এবং ৬৪ টি জেলা সার্কেল অফিসের মাধ্যমে ৪,৬৯,১৬৭টি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

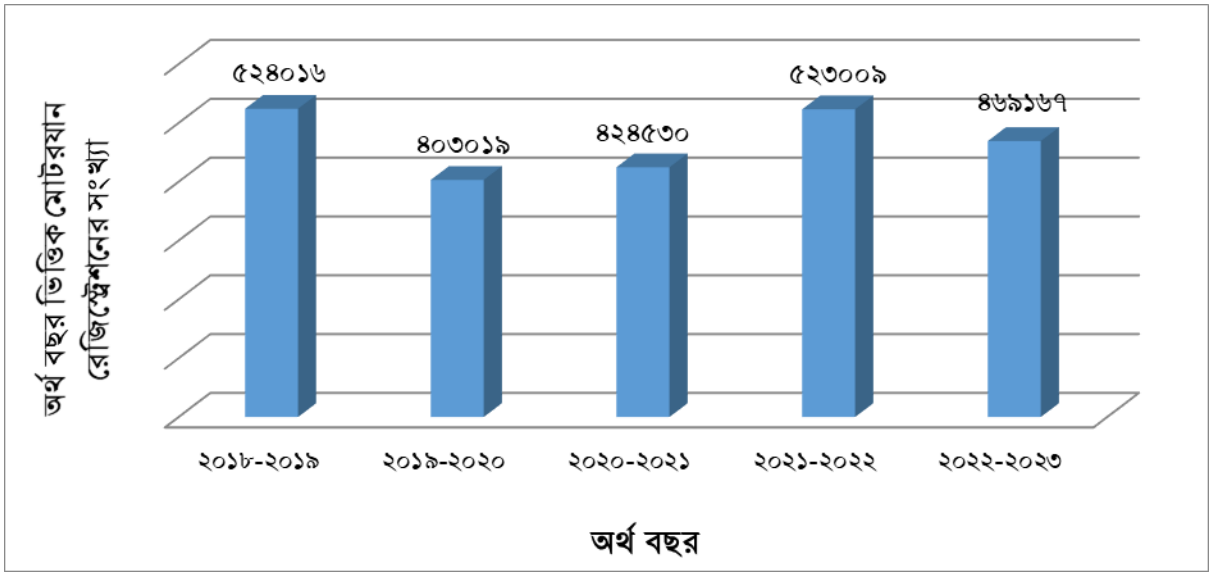

শ্রেণিভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানঃ

ক্র.নং	মোটরযানের শ্রেণি	সংখ্যা	ক্র.নং	মোটরযানের শ্রেণি	সংখ্যা
১.	বাস	৫৩৬৫৬	৮	জিপ	৮৬৬৭৬
২.	মিনিবাস	২৮১২১	৯	কাভার্ড ভ্যান	৪৭৪৩০
৩.	ট্রাক	১৪৯০৪৭	১০	ডেলিভারি ভ্যান	৩৩৫১৪
৪.	প্রাইভেট কার	৪০৪১৩৯	১১	হিউম্যান হলার	১৭৩৮৫
৫.	মোটরসাইকেল	৪১৫০৫৩৪	১২	ট্রাক্টর	৪৭১০৫
৬.	মাইক্রোবাস	১১৮৩৫৬	১৩	অন্যান্য	৪৬৬৮১৯
৭	পিক আপ	১৫৬৫৭১		**সর্বমোট**	**৫৭৫৯৩৫৩**

৩.২ রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ:

আরএফআইডি একধরনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির উইন্ডশিল্ড স্টিকার যা মোটরযানের উইন্ডশিল্ডে ভিতরের দিক থেকে সেলফ এডহেসিভ দ্বারা লাগানো হয়। আরএফআইডি ট্যাগ মোটরযান ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর দ্বারা মোটরযানের অবস্থান জানা সম্ভব এবং এক মোটরযানে সংযোজিত ট্যাগ অন্য মোটরযানে ব্যবহার করা যায় না। এ ট্যাগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, চ্যাচিস নাম্বার ও মোটরযানের ধরণ সংক্রান্ত কোড থাকে, ফলে এ ট্যাগযুক্ত কোনো মোটরযান কোনো আরএফআইডি স্টেশন অতিক্রমকালে স্টেশনে অবস্থিত এন্টেনা উক্ত কোড/সিগনাল স্টেশনে অবস্থিত অপর একটি ডিভাইস আরএফআইডি রিডারে প্রেরণ করে এবং রিডার তা নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির মাধ্যমে সেন্ট্রাল সার্ভারে প্রেরণ করে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট মোটরযানের অবস্থানসহ যাবতীয় তথ্য দৃশ্যমান হয়। ভূয়া নম্বরপ্লেট, মোটরযান চুরি প্রতিরোধ ও অপরাধে জড়িত মোটরযান সনাক্তকরণের জন্য মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট প্রবর্তন করা হয়। একই সময়ে মোটরযানের অবস্থান, মোটরযানের গতিবিধি মনিটর ও মোটরযানের রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংবলিত মোটরযানে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ সংযোজন কার্যক্রম চালু করা হয়। ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (RFID) ট্যাগ কার্যক্রম চালু করা হয়। আরও ১২টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডিন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশন স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪,৮২,৪২৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৫,৩০,৮৮০ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে।

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট, রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ প্রস্তুতের তুলনামূলক চিত্র

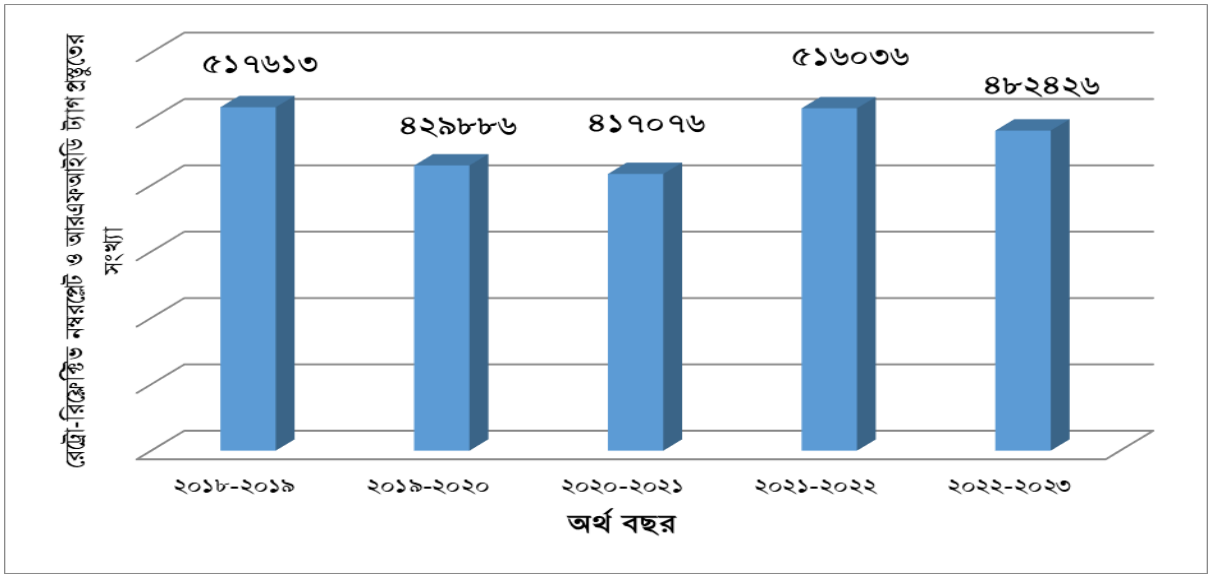

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ কার্যক্রমের উদ্বোধন

বাণিজ্যিক মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ

৩.৩ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি):

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হচ্ছে মালিকানাসহ মোটরযানের সকল তথ্য সম্বলিত এবং সহজে বহনযোগ্য একটি ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত স্মার্ট কার্ড। সনাতন রেজিস্ট্রেশন তথা ব্লু বুকের পরিবর্তে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স নির্ভর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি) প্রস্তুত কার্যক্রম শুরু করা হয়। মোটরযানের প্রচলিত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর অসুবিধা দূর করে মেশিন রিডেবল ও সহজে বহনযোগ্য ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন করা হয়েছে। গত ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ শুরু হয়েছে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সকল মোটরযানের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ৭,৩৯,৩১৩টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বছরের অবিতরণকৃতসহ মোট ৫,৫৯,৮৮৮টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে। বিগত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে ডিআরসি প্রস্তুতের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হল:

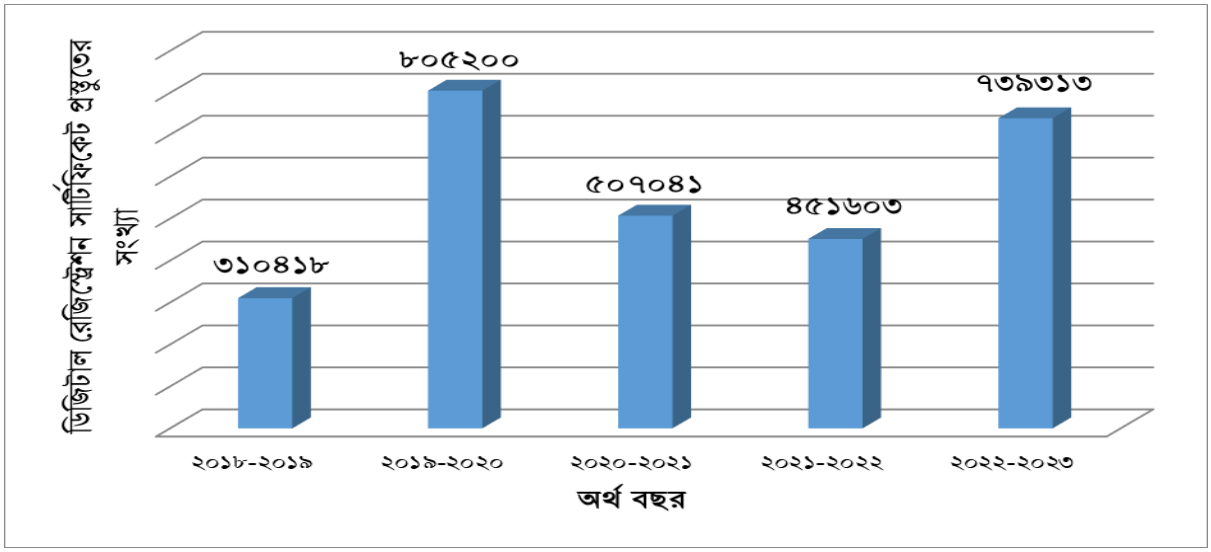

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ডিআরসি)

মোটরযান মালিকের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য বায়োমেট্রিক গ্রহণ

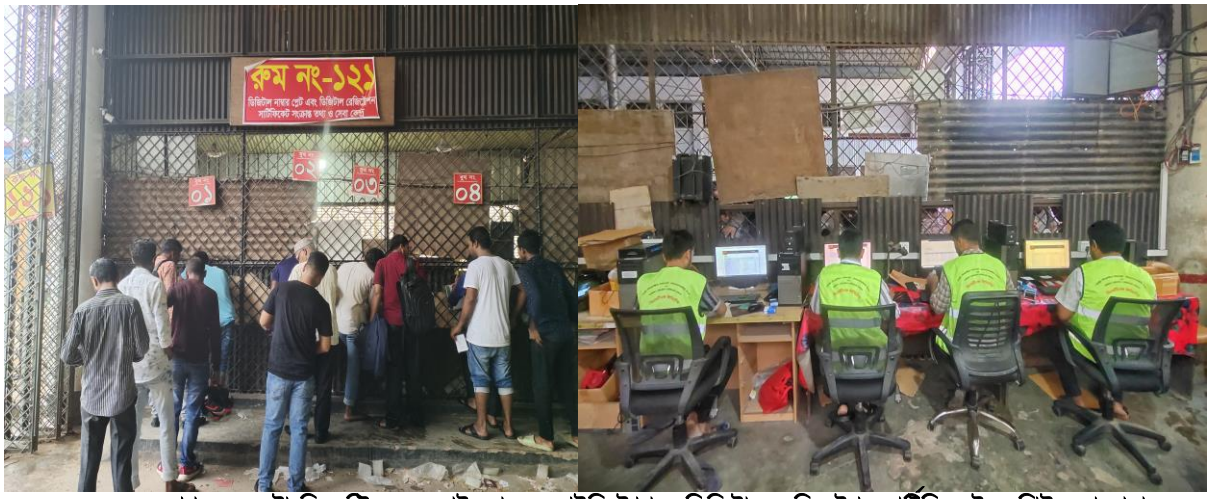

হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট, আরএফআইডি ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান

৩.৪ ড্রাইভিং লাইসেন্স: একই দিনে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর পরীক্ষা ও বায়োমেট্রিক গ্রহণ এবং ডাকযোগে প্রেরণ

২০১১ সালে প্রবর্তিত ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স যুগোপযোগী করে পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ৩০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ থেকে পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রার্থীর আবেদনপত্রের সাথে ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সারাদেশে সকল পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালে এবং ঢাকা মহানগরীর ১০ (দশ)টি হাসপাতালের মাধ্যমে নিয়মিত ডোপটেস্টের কার্যক্রম চলমানে আছে। নভেম্বর, ২০২২ থেকে পরীক্ষার্থীদের একই দিনে ড্রাইভিং লাইসেন্স এর পরীক্ষা ও বায়োমেট্রিক গ্রহণ করা হচ্ছে বিধায় সেবাগ্রহীতাকে বারবার বিআরটিএ'তে আসার প্রয়োজন হয়না। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট হওয়ার পর ডাকযোগে সেবা গ্রহীতার ঘরে/ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ই-ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১২,৫৯,০৮৩ টি ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন করা হয়েছে।

অর্থ-বছর ভিত্তিক স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরিসংখ্যানঃ

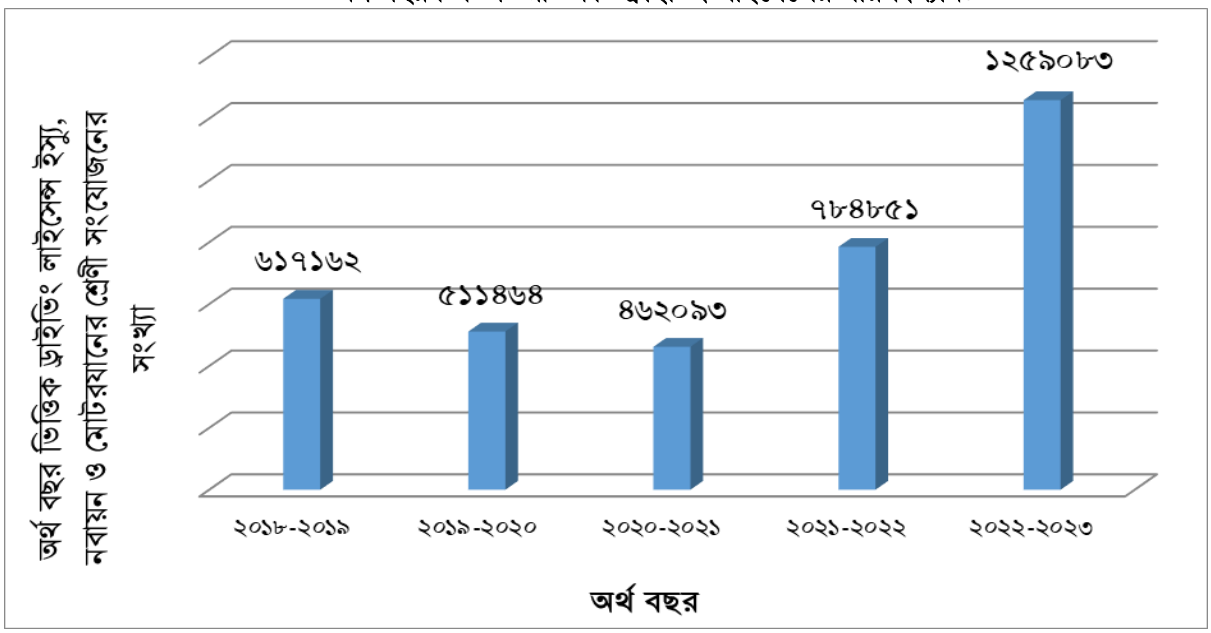

ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ

হাই সিকিউরিটি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

৩.৫ মোটযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট:

বিআরটিএ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৬,৮৫,৫৫৭টি ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ মোটরকার, জীপ ও মাইক্রোবাসের ক্ষেত্রে তৈরির সন হতে ০৫ (পাঁচ) বছর এবং ২০১৯ সাল থেকে প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর ফিটনেস নবায়নের সুযোগ চলমান রয়েছে। এছাড়াও, বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল অফিস হতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিগত ৫ (পাঁচ) অর্থবছরে মোটরযানের ফিটনেস ইস্যু ও নবায়নের সংখ্যা নিম্নে চিত্রে দেখানো হলো:

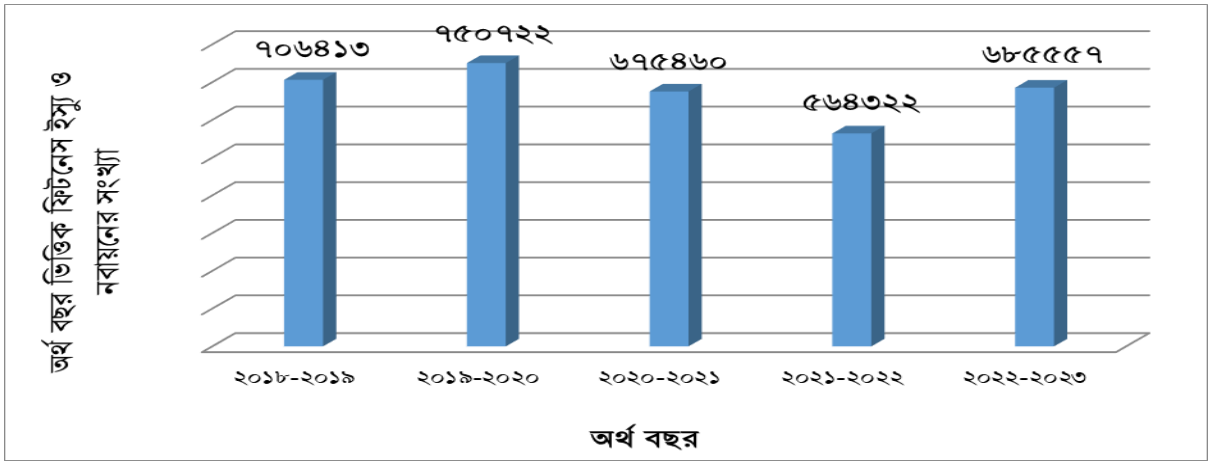

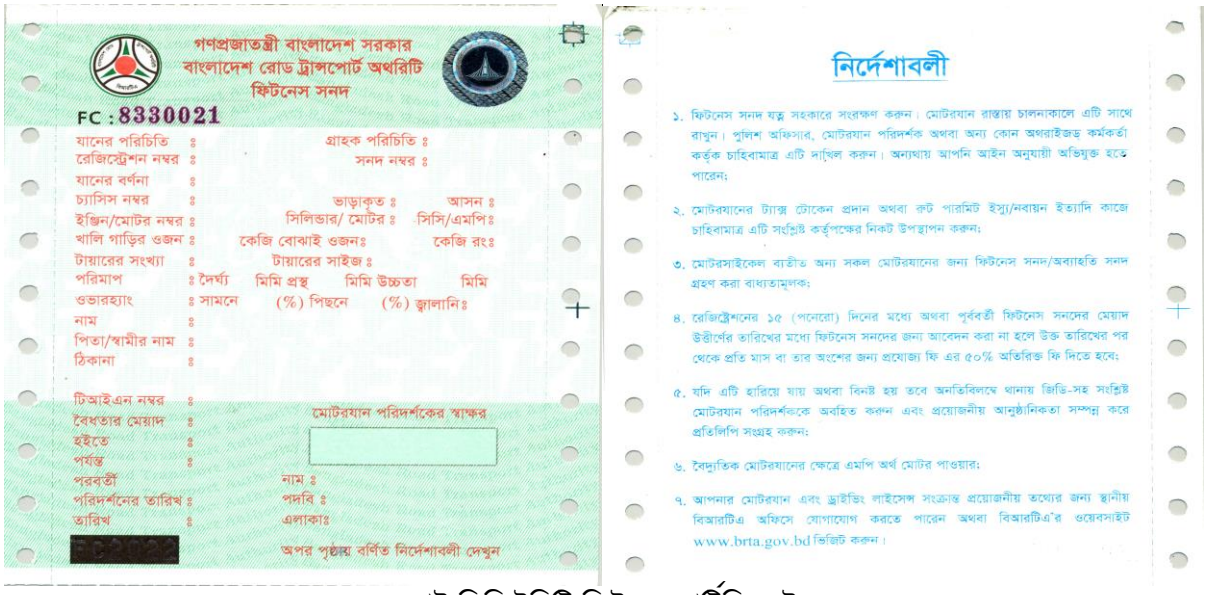

হাই সিকিউরিটি ফিটনেস সার্টিফিকেট

৩.৬ মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন:

মোটরযানের মালিকানা পরিবর্তন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে হাতে লেখা ম্যানুয়াল প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ এর পরিবর্তে কম্পিউটারাইজড্ প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১,৩৩,১৯২টি কম্পিউটারাইজড্ প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রো-১, ২ ও ৩ সার্কেলের সংরক্ষিত রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নথিগুলো ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্কাইভিং করা হচ্ছে। ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল অফিসের মালিকানা পরিবর্তনের পেন্ডিং কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১০টি টিমে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭ রুট পারমিট:

সকল বাণিজ্যিক মোটরযানে রুট পারমিট থাকা আবশ্যক। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১,৭২,২৫৮টি রুট পারমিট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন করা হয়েছে। বিগত ৫ অর্থবছরে রুটপারমিট ইস্যু ও নবায়নের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

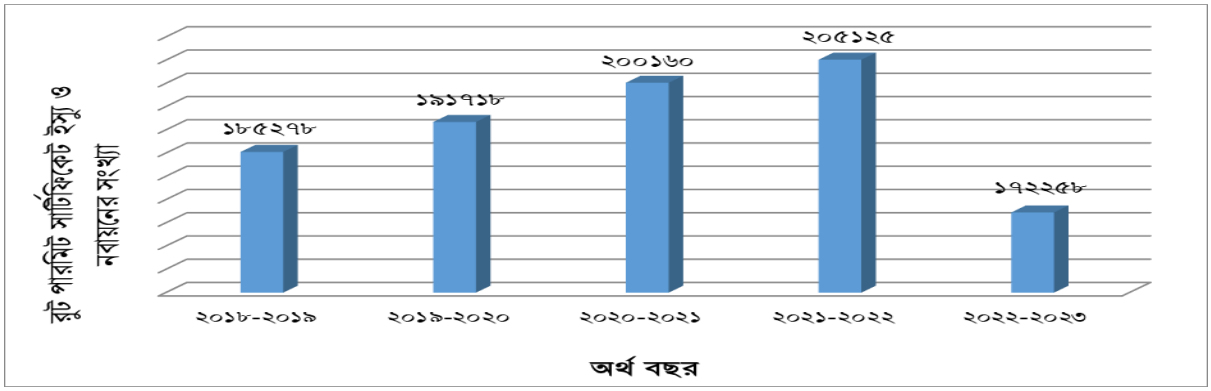

৩.৮ ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন:

অভিজ্ঞ ও দক্ষ মোটরযান চালক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুলের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১টি ড্রাইভিং স্কুল এবং ৪০২ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৩.৯ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনায়নের লক্ষ্যে অবৈধ এবং ত্রুটিপূর্ণ মোটরযান চলাচল, ড্রাইভিং লাইসেন্স বিহীন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মোটরযান চালক, ওভারলোড ও ওভার স্পিড নিয়ন্ত্রণ, গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩,১২৮ টি মামলায় ৪,৫২,৮১,৩০০ টাকা জরিমানা আদায়, ১১৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান এবং ২৪৮ টি মোটরযান ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

জুলাই-২০২২ হতে জুন-২০২৩ পর্যন্ত মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদন

মাস	অভিযানের সংখ্যা	মামলা	জরিমানা	কারাদন্ড	ডাম্পিং
জুলাই-২০২২	২৩৩	১,৩৩২	৩৮৭৪৮০০.০০	০৪	৪৭
আগস্ট-২০২২	২৬৩	১,৯৮৬	৭০১৩২০০.০০	১১	৩৩
সেপ্টেম্বর-২০২২	২০৭	১,৩২১	৫১৩৫৩০০.০০	১০	২৭
অক্টোবর-২০২২	১৭১	৯০২	৩৩৭১৪০০.০০	২৬	১৮
নভেম্বর-২০২২	১৮১	১,০১৯	৪০৪০৫০০.০০	১৯	১০
ডিসেম্বর-২০২২	১২৬	৮৭৫	৩৩৮৩৪০০.০০	১০	৩১
জানুয়ারি-২০২৩	৯৯	৭২২	২৪১০৩০০.০০	০২	১৫
ফেব্রুয়ারি-২০২৩	৮৫	৬৮৬	২৩৬৮৩০০.০০	১৪	৭
মার্চ-২০২৩	১৬৮	১,১৩৯	৩৮৭৪৩০০.০০	১০	১৩
এপ্রিল-২০২৩	২০৫	৯৬৬	২৯৩২৯০০.০০	০১	১১
মে-২০২৩	২১৩	১,১৯৫	৩৬৭১৩০০.০০	০৩	১৮
জুন-২০২৩	২০৯	৯৮৫	৩২০৫৬০০.০০	০৩	১৮
মোট	**২,১৬০**	**১৩,১২৮**	**৪,৫২,৮১,৩০০.০০**	**১১৩**	**২৪৮**

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিআরটিএ মোবাইল কোর্টের উল্লেখযোগ্য অভিযানঃ

ক্রমিক নং	অপরাধ	মামলা	জরিমানা	ডাম্পিং	কারাদন্ড	জব্দ
০১	অতিরিক্ত ভাড়া আদায়	৩৬৬	১৬১২০০০.০০	০০	০০	০০
০২	ফিটনেসবিহীন/লক্কর ঝক্কর গাড়ী	১৮৯৮	৭৪২৫০০০.০০	৮৬	০০	০০
০৩	রুট পারমিটবিহীন	২৬৩৩	৭৯৭২৭০০.০০	৬১	০০	০০
০৪	হাইড্রলিক হর্ন	২৭৪	৯৬২০০০.০০	০০	০০	০০
০৫	হাইওয়েতে ওভারস্পিড	৯৬	৯৮১০০.০০	০০	০০	০০
০৬	জাতীয় মহাসড়কে ছোট গাড়ি/অযান্ত্রিক যান চলাচল ইত্যাদি সংক্রান্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	১৮৬	১০০৫০০.০০	৩৫	০০	০০
০৭	মোটরসাইকেল	২৮০	১৭৮৮০০.০০	০০	০০	০০
০৮	সিএনজি	৭০৫	৩৮১০৪৩৯.০০	৪০	০০	০০
০৯	বায়ু দূষণ (কালো ধোঁয়া)	৩৭৯	৫৮৮০০০.০০	০০	০০	০০
১০	আরএফআইডি ট্যাগ	২৮৬	২৫৩৬৬১.০০	০০	০০	০০
১১	বাস রুট রেশনালাইজেশন	১০৪	১৫১০০০.০০	২৬	০০	০০
১২	ঢাকা মেট্রো-১/২/৩ ও চট্টগ্রাম মেট্রো সার্কেল- ১/২ দালাল সংক্রান্ত	৭৬	৮৭০০০.০০	০০	১১৩	০০
১৩	অন্যান্য অপরাধে মামলা	৫৮৪৫	২২০৪২১০০.০০	০০	০০	০০
	মোটঃ	**১৩,১২৮**	**৪,৫২,৮১,৩০০.০০**	**২৪৮**	**১১৩**	**০০**

৩.১০ মোটরযানের কর ও ফি আদায়:

মোটরযান কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং এর পাশাপাশি ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমে মোটরযান কর ও ফিসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রিম আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আদায় করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স-টোকেন, নম্বরপ্লেট ও ডিআরসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ্যাট, এসডি, অন্যান্য এবং অগ্রিম আয়করসহ সর্বমোট ৪৪২৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেখানো হলো:

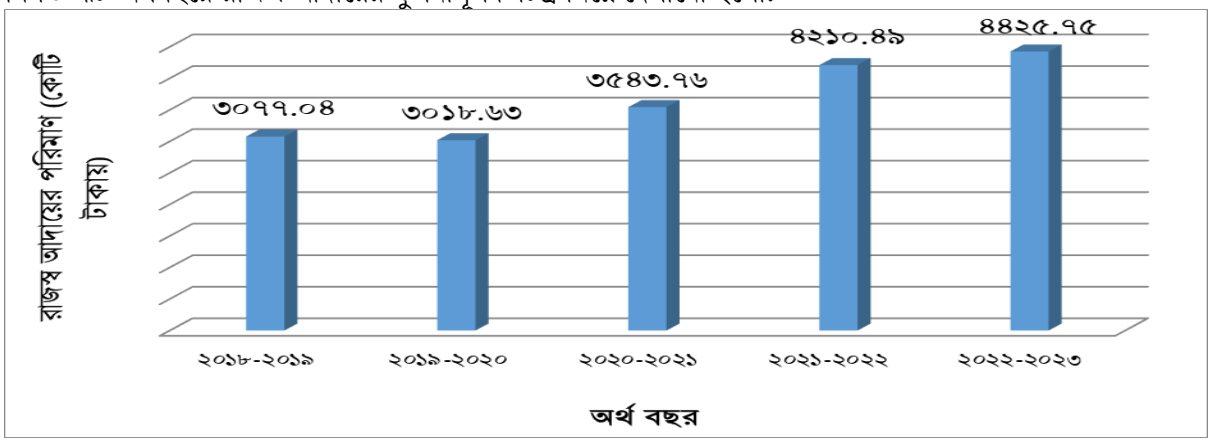

৩.১১ রাইডশেয়ারিং প্রতিষ্ঠান এবং রাইডারদের অনলাইন আবেদন:

স্বল্প দূরত্বের গণপরিবহনের অপ্রতুলতা হ্রাসকল্পে ব্যক্তিগত মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন অ্যাপভিত্তিক রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (বিএসপি) মাধ্যমে অনলাইনে (১) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন এবং (২) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করা যায়। এর মাধ্যমে (১) মোটরযান মালিক এবং (২) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘরে বসেই রাইড সেবাদানকারী মোটরযান ও রাইড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট করতে পারেন। ১ জুলাই ২০১৯ খ্রি: তারিখ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান সার্টিফিকেট ইস্যু কার্যক্রম শুরু হয়। রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর আলোকে ১৬টি প্রতিষ্ঠান পিকমি লিমিটেড, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম লিমিটেড, ওভাই সলিউশনস্ লিমিটেড, চালডাল লিমিটেড, পাঠাও লিমিটেড, ইজিয়ার টেকনোলজিস লিমিটেড, আকাশ টেকনোলজি লিমিটেড, সেজেস্টা লিমিটেড, সহজ লিমিটেড, উবার বাংলাদেশ লিমিটেড, বাডি লিমিটেড, আকিজ অনলাইন লিমিটেড, যাত্রী সার্ভিসেস লিমিটেড, ডিজিটাল রাইড লিমিটেড, এশিয়ান ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক লিমিটেড ও হারিয়াপ টেকনোলজিস লিমিটেড কে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ২,৭৯৯টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু এবং ২,০৩০টি মোটরযানের বিপরীতে রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয়েছে।

৩.১২.১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মোটরযানচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান:

বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান (যেমন: পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, এনএসআই, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি) হতে মোটরযানচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। উক্ত আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে বিআরটিএ হতে প্রশিক্ষক প্রেরণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৫৩টি সেশনে ১০৫২ জন মোটরযানচালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১২.২ ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রশক্ষিণ প্রদান:

সড়কে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য ট্রাফিক পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিআরটিএ কর্তৃক ইস্যুকৃত কাগজ পত্রাদির (ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, রুটপারমিট, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি) সঠিকতা যাচাই করে এর কৌশল, সরেজমিনে ইস্যু করার পদ্ধতি এবং মোটরযান আইন ও বিধি সম্পর্কে ট্রাফিক পুলিশ কর্মকর্তাদের বিআরটিএ সদর কার্যালয় ও ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ এর কার্যালয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৪৮ জন ট্রাফিক পুলিশকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

৩.১৩ বিআরটিএ'র ভেহিক্যাল ইনস্পেকশন সেন্টার (ভিআইসি):

স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যুর লক্ষ্যে মিরপুরস্থ মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনপূর্বক গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে চালু করা হয়েছে। দুই-লেন বিশিষ্ট ভিআইসি'টি ফিটনেস এর জন্য আগত সকল মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় উক্ত ভিআইসি'র পাশাপাশি আউট-সোর্সিং পদ্ধতিতে আরও ১২-লেন বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Bangladesh Environmental Sustainability and Transformation BEST) Project এর আওতায় বিআরটিএ'র অংশে একই স্থাপত্য নকশায় ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় ০৩ লেন বিশিষ্ট ৪টি Vehicle Inspection Center (VIC) সহ ০৮ তলা বিশিষ্ট বিআরটিএ'র অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি ১১ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সরকারি অর্থায়নে বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-২, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগীয় শহরে বিআরটিএ'র নিজস্ব জায়গায় অফিস ভবনসহ ৩-লেন বিশিষ্ট VIC স্থাপনের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জেলায় নতুন Vehicle Inspection Center (VIC) সম্বলিত বিআরটিএ অফিস কাম মোটর ড্রাইভিং টেস্টিং, ট্রেনিং এন্ড মাল্টিপারপাস সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মিরপুরস্থ বিআরটিএ ঢাকা মেট্রো-১ সার্কেল অফিসের ১২ লেন বিশিষ্ট নির্মাণাধীন ভিআইসি

৩.১৪ বিআরটিএ পরিচালনা পরিষদ:

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৭ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী ৮ সদস্যের বিআরটিএ পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয় সভাপতি এবং সদস্য সচিব হলেন পরিচালক (অডিট ও আইন)। পরিচালনা পরিষদে জননিরাপত্তা বিভাগ, অর্থ বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বানিজ্য মন্ত্রণালয় যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব এবং বিআরটিএ'র পরিচালক (প্রশাসন) ও পরিচালক (ইঞ্জি:) সদস্য নিয়ে মোট ৮ সদস্য

বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠিত। প্রতি ৩ (তিন) মাসে একবার পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২ মে ২০২২ তারিখে পরিচালনা পরিষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.১৫ ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান:

সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত বা মৃত্যুবরণকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা তহবিল গঠন করা হয়। তহবিল পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা তহবিলে স্থিতি ৬৯,৬৩,৪৮,১৮৮/- টাকা। জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১০২টি ক্ষতিপূরণের আবেদনের বিপরীতে আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়াধীন।

৩.১৬ ইনোভেশন:

২০২২-২৩ অর্থবছরে "অনলাইনের মাধ্যমে মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ" (সংযুক্তিসহ অনলাইনে মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন জমা) সংক্রান্ত উদ্ভাবন প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোটরযান মালিকগণ মোটরযান ক্রয় করে খুব সহজেই অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে পারছেন। ৩ মে ২০২৩ তারিখ থেকে এ উদ্ভাবন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৬,৮৩৪টি মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের আবেদন দাখিল করা হয়েছে। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করে ২৬,৭৬১টি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করা হয়েছে। অনলাইনে দাখিলকৃত অবশিষ্ট ৭৪টি আবেদন অসম্পূর্ণ থাকায় সেগুলোর রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রদান করা হয়নি।

৩.১৭ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার ও বানান বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুত বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৩টি বিষয়ে মোট ২৩৯৬জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বিআরটিএ'র কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

৩.১৮ নথি/রেকর্ডপত্র/দলিল ডিজিটাল আর্কাইভ:

বিআরটিএ'র গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ডিজিটাল উপায়ে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে দ্রুত যাচাই করতঃ গ্রাহকসেবা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি/রেকর্ডপত্র/দলিল ডিজিটাল আর্কাইভ করা হয়। ২ বছরের মধ্যে তিনটি মেট্রো সার্কেলে মোট ৩,৫৬,৩৩,৯৫০ (তিন কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার নয়শত পঞ্চাশ) পৃষ্ঠা স্ক্যান করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্ক্যান হয়েছে ৩,৪৬,২৯,৭১৬ পৃষ্ঠা। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১,৭০,৫৬,৭২৮ পৃষ্ঠা স্ক্যান করা হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়

৪.১ সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম:

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। মোটরযান চালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় এবং জেলা শহরে নিয়মিত লিফলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ এবং রোড-শো আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিআরটিএ কর্তৃক সারাদেশে স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গৃহীত গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো:

অর্থবছর	পেশাজীবী মোটরযান চালক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম		অংশীজনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভা/সেমিনার		প্রচার ও বিজ্ঞাপন	
		প্রশিক্ষণের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা	সভা/সেমিনারের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	বিতরণকৃত লিফলেট	বিতরণকৃত পোস্টার/স্টিকার
২০২২-২০২৩	১১৬৩৩০	১০৭	১২৫১৯	১২২	১৬৪৩৮	৮৪৩৭৭৫	৪২৫৯৮৪

বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে সড়ক নিরাপত্তা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বক্তব্য/বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচার করা হচ্ছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞপ্তি ও টিভিসি নির্মাণের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সংখ্যা	টিভিসি নির্মাণের সংখ্যা
২০২২-২০২৩	১৬৭	৪

সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতা কার্যক্রম

সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতামূলক রোড-শো

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ পুলিশ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ থেকে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থবছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	নিহত	আহত
২০১৫-২০১৬	২,৫৫৬	২,৪৬০	২,১৮৪
২০১৬-২০১৭	২,৬৮৮	২,৬৫২	২,০৭৮
২০১৭-২০১৮	২,৪৯৮	২,৫১৩	১,৮৭৬
২০১৮-২০১৯	৩,১২৬	৩,১৯৬	২,৯৬২
২০১৯-২০২০	৪,১৯৬	৪,০২৮	৪,১৯০
২০২০-২০২১	৫,১৪২	৪,৭৫৮	৪,৭২১
২০২১-২০২২	৫,০১২	৪,৪৩৪	৪,১৬২
২০২২-২০২৩	৪,৫৭৭	৪,৩৭১	৩,৭০২

৪.২ সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ:

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে দক্ষ ও মানবিক গুণসম্পন্ন মোটরযান চালক তৈরীর লক্ষ্যে বিআরটিএ ২০০৮ সাল হতে পেশাজীবী মোটরযান চালকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ১,১৬,৭৩০ জন পেশাজীবী মোটরযান চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পেশাদার মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

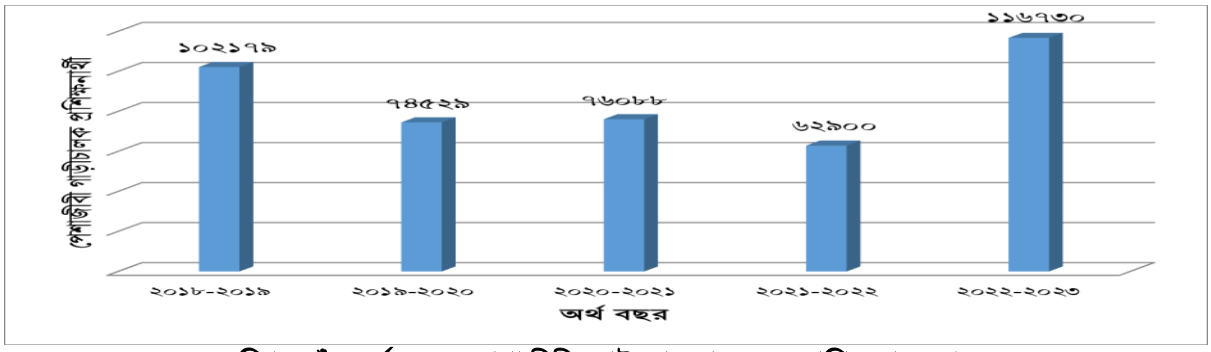

বিগত পাঁচ অর্থবছরের পেশাজীবী মোটরযান চালকদের প্রশিক্ষণের তথ্য

৪.৩ সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত:

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে সভাপতি করে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল পুনর্গঠন করে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।, স্থানীয় পর্যায়ে তৃণমূলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মেট্রোপলিটন, জেলা এবং উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এসব কমিটি নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন এলাকায় সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তথ্যাদি বিআরটিএ এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছে।

- সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের একশত এগারো দফা সুপারিশের মধ্যে বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস ও সড়ক নিরাপত্তা বিধানে সরকার কর্তৃক জনস্বার্থে ২২টি জাতীয় মহাসড়কে ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ হতে নসিমন, করিমন, থ্রি-হুইলার, অটোরিকশা, অটোটেম্পু এবং সকল অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিআরটিএ, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

- জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সারা দেশের মহাসড়কগুলোতে যানবাহন ভেদে মোটরযানের সর্বোচ্চ গতি ৮০ কিলোমিটার এবং ঢাকাসহ অন্যান্য সিটি এলাকায় সর্বোচ্চ গতি ৪০ কিলোমিটার নির্ধারণ করা হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে গাড়িচালক ও তার সহকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, লং ড্রাইভের সময় বিকল্প চালক রাখা, যাতে পাঁচ ঘন্টার বেশি কোন চালককে একটানা দুরপাল্লার গাড়ি চালাতে না হয়, চালক ও যাত্রীদের সিটবেল্ট বাঁধার বিষয়টি নিশ্চিত করা, ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল বন্ধ করা, গাড়ির অনিয়ন্ত্রিত গতিবেগ রোধ করা, মোটরযান চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য বিআরটিএ কর্তৃক পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের সাথে সমন্বয় করে মনিটরিং করা হচ্ছে।

- সড়ক দুর্ঘটনা রোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নকল্পে ৩০ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি: তারিখ থেকে পেশাদার মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নকালে প্রার্থীর আবেদনপত্রের সাথে ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ডোপটেস্ট রিপোর্ট/সনদ পজিটিভ হলে (মাদক সেবনের আলামত পাওয়া গেলে) বা এতে কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকলে সেক্ষেত্রে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হয় না। সারাদেশে সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে এবং ঢাকা মহানগরীর ১০টি হাসপাতালের মাধ্যমে নিয়মিত ডোপ টেস্টের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও, সরকার নির্ধারিত ফি অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতেও ডোপটেস্ট কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে বিআরটিএ কর্তৃক নিয়মিতভাবে পেশাজীবী মোটরযান চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মোটরযান চালক, যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় এবং জেলা শহরে নিয়মিত লিফলেট, পোস্টার ও স্টিকার বিতরণ এবং রোড-শো আয়োজন করা হয়। এছাড়া, বিআরটিএ কর্তৃক সারাদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে সভা-সমাবেশ আয়োজন করা হয়। সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত স্কুল-কলেজের ২ লক্ষ ৪২ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৭৭ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে ১ হাজার ৫৯টি সভা/সেমিনারের আয়োজন, ৭৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ১৫৯টি লিফলেট বিতরণ এবং ৫৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭০৪টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ২০টির অধিক স্বল্প দৈর্ঘ্য ভিডিও চিত্র তৈরি করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র বিআরটিএ'র প্রধান কার্যালয়ে এলইডি স্ক্রিন স্থাপনপূর্বক প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিডিও চিত্রসমূহ বিটিভিসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিআরটিএ এর উদ্যোগে 5th UN Global Road Safety Week 2019 (6th May to 12th May) এবং 7th UN Global Road Safety Week 2023 (15th May to 21th May) পালন করা হয়েছে।
- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং ২০৩০ সালের মধ্যে নিহত ও আহতের সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিআরটিএ কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয় করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

- সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় স্বাভাবিক চলমান মোবাইল কোর্টের অতিরিক্ত প্রতিমাসে অন্তত ০১ (এক) দিন জেলা প্রশাসন, বিআরটিএ, জেলা পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশের সমন্বয়ে জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসনের ১ টি, জেলা পুলিশের ১ টি এবং বিআরটিএ'র ১ টিসহ মোট ৩ টি গাড়িতে দুর্ঘটনা ও সচেতনতার বিভিন্ন শ্লোগান সম্মলিত ব্যানারসহ দিনব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ করা হয়েছে।

- স্পর্শকাতর সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়ী ব্যাক্তিকে চিহ্নিত করণ ও সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সভাপতি করে পুলিশ, এআরআই (বুয়েট) ও বিআরটিএ'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি স্থায়ী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য আরো কিছু কাজঃ

- ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করা ও গ্রাহক হয়রানী লাঘব করার লক্ষ্যে নভেম্বর, ২০২২ থেকে ড্রাইভিং পরীক্ষার দিনই প্রার্থীর বায়োমেট্রিক গ্রহণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এতে লাইসেন্স প্রার্থীকে ৩-৪ বার বিআরটিএ'তে আসা যাওয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র ১ বারই পরীক্ষা কেন্দ্রে আসতে হচ্ছে। ডাকযোগে গ্রাহকের ঠিকানায় পৌঁছে যাচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড।

- ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ থেকে কিউআর কোডযুক্ত ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। গ্রাহকের নিজস্ব বিএসপি অ্যাকাউন্ট থেকে কিউআর কোড সম্বলিত ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাউনলোড করে প্রিন্ট কিংবা মোবাইলে সফট কপি প্রদর্শন করে মোটরযান চালানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। ডাউনলোডকৃত ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স কিউআর (QR Code) এর মাধ্যমে সঠিকতা যাচাই করা যাবে এবং মূল ড্রাইভিং লাইসেন্স হিসেবে পরিগণিত হবে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্স-টোকেন, নম্বরপ্লেট ও ডিআরসি, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভ্যাট, এসডি, অন্যান্য এবং অগ্রিম আয়করসহ সর্বমোট ৪২৬২.১৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

- নিবন্ধিত মোটরযানের তথ্যসহ মালিকানা সংক্রান্ত সকল তথ্য আর্কাইভ করা হয়েছে।

- বিআরটিএ'র ক্রমবর্ধমান কাজের প্রকৃতি ও পরিধি বিবেচনা করে বিআরটিএ'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত অবশিষ্ট ২১৯টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রদানের বিষয়টি পুনঃবিবেচনার নিমিত্ত অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।

- বিআরটিএ'র কার্যক্রমের গুরুত্ব, ব্যাপ্তি, বৈচিত্রতা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, শীর্ষ পর্যায়ে সমন্বয় ইত্যাদি বিবেচনায় সরকার বিআরটিএ'র চেয়ারম্যান পদটি গ্রেড- ১ এ উন্নীত করেছে।

- বিআরটিএ'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সরাসরি কোটায় পূরণযোগ্য সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) এর ১৭টি শূন্য পদ এবং মোটরযান পরিদর্শক এর ৩১ টি শূন্য পদ জরুরীভিত্তিতে পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিপিএসসি'তে রিক্যুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে ।

- কাজের প্রকৃতি ও পরিধির সাথে গ্রেডভিত্তিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ও তাদের অফিসে যাতায়াত, রাজস্ব আদায়, মাঠ পর্যায়ে সার্কেল অফিস পরিদর্শন, নিয়মিত মনিটরিং, দুর্ঘটনা কবলিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন, তদন্ত কার্য সম্পাদন, যোগাযোগ ও রিপোর্ট প্রদান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি বিবেচনায় এবং দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে ১১৫টি যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

৫.১ ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা:

- প্রথম পর্যায়ে ঢাকার ইকুরিয়া, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ভিআইসি চালুকরণ ও পরবর্তীতে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ভিআইসি স্থাপন;
- উপজেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- স্বল্প মেয়াদে বৃহত্তর ১৭ জেলায় ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টারসহ BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন;
- মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিআরটিএ'র অবশিষ্ট প্রতিটি মেট্রো ও জেলা সার্কেল অফিসে ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টারসহ BRTA Office cum Motor Driving Testing, Training & Multipurpose Center (BMDTTMC) স্থাপন;
- বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে মিডিয়া ও পাবলিকেশন, ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানিং, গবেষণা ও উন্নয়ন, রোড এক্সিডেন্ট ডাটা এনালাইসিসি, প্রকিউরমেন্ট এবং রাইডশেয়ারিং এর জন্য পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) এর অধীন ৬টি নতুন পৃথক শাখা সৃজন;
- বিআরটিএ'র যেকোনো সার্কেল থেকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন।

৫.২ চ্যালেঞ্জসমূহ:

- অপর্যাপ্ত জনবল;
- এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা;
- জেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন;
- মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা (লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক) গ্রহণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো (যেমন; ড্রাইভিং ট্র্যাক, র‍্যাম্প, পরীক্ষার হল, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির মোটরযান প্রভৃতি) স্থাপন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.১ বিআরটিএ সদর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ গ্রহণের তারিখ	প্রশিক্ষণের বিষয়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	তালিকার সংখ্যা	মন্তব্য
০১	২৮-০৭-২০২২	সুশাসন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	৩১ জন	৩৪ জন	৫ঘন্টা
০২	০৪-০৮-২০২২	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	২৫ জন	২৬ জন	৫ঘন্টা
০৩	০৮-০৮-২০২২	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	৬৯ জন	৭৫ জন	৫ঘন্টা
০৪	১০-০৮-২০২২	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃ প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	৪৪ জন	৪৮ জন	৫ঘন্টা
০৫	০৬-০৯-২০২২	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	৪২ জন	৪৫ জন	৫ঘন্টা
০৬	১২-০৯-২০২২	সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	৭২ জন	৮৩ জন	৫ঘন্টা
০৭	১৫-০৯-২০২২	সমসাময়িক বিশেষ লার্নিং (বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদ্মা সেতুর ভূমিকা) বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	৫০ জন	৫৭ জন	৫ঘন্টা
০৮	২০-০৯-২০২২	সমসাময়িক বিশেষ লার্নিং (গণপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর গুরুত্ব বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**	৫৮ জন	৬৫ জন	৫ঘন্টা
০৯	০৪-১০-২০২২	ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭১ জন	৮২ জন	৫ঘন্টা
১০	১২-১০-২০২২	সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, ই-নথি, এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৪ জন	৫৮ জন	৫ঘন্টা
১১	১৭-১০-২০২২	সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯ এবং সরকারি চাকরি আইন-২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৬ জন	৬২ জন	৫ঘন্টা
১২	০২-১১-২০২২	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃ প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ জন	৩০ জন	৬ ঘন্টা
১৩	০৭-১১-২০২২	মামলার দফাওয়ারী জবাব তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫৩ জন	৬৮ জন	৬ ঘন্টা
১৪	১০-১১-২০২২	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭৬ জন	৮২ জন	৬ ঘন্টা
১৫	১৭-১১-২০২২	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১ জন	২২ জন	৪ ঘন্টা
১৬	২১-১১-২০২২	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃ প্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকাস সংশ্লিষ্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪ জন	২৫ জন	৪ ঘন্টা
১৭	২৬-১১-২০২২	সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০২২ বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ	১০৯ জন	১১৫ জন	৭ ঘন্টা
১৮	২৮-১১-২০২২	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭৩ জন	৮০ জন	৬ ঘন্টা
১৯	০৮-১২-২০২২	বার্ষিক অনুবেদন লিখন, অনুস্বাক্ষর এবং প্রতিস্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬৮ জন	৭৭ জন	৩ ঘন্টা
২০	১২-১২-২০২২	অনলাইন ভিত্তিক ড্রাইভিং লাইসেন্স ও মোটরযানের ফিটনেস গ্রহণের প্রক্রিয়া বিষয়ক ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ	২১ জন	২২ জন	৬ ঘন্টা
২১	১৯-১২-২০২২	সমসাময়িক বিশেষ লার্নিং (বাংলাদেশের	৪৫ জন	৫১ জন	৩ ঘন্টা

		আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পদ্মাসেতুতে রেল সংযোগ স্থাপন এর গুরুত্ব) বিষয়ক **প্রশিক্ষণ**			
২২	২১-১২-২০২২	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১ জন	২৩ জন	৩ ঘন্টা
২৩	০৯-০১-২০২৩	সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন (বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের গুরুত্ব) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬২ জন	৭১ জন	৩ ঘন্টা
২৪	১৬-০১-২০২৩	সুশাসন/শুদ্ধাচার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩১ জন	৩৪ জন	৬ ঘন্টা
২৫	১৯-০১-২০২৩	বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রম/সেবা (মোটরযানের ফিটনেস এপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, মালিকানা বদলির একনলেজমেন্ট স্লিপ প্রদান এবং রেকর্ড কিপিং) সংক্রান্ত ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ	২২ জন	২৪ জন	৬ ঘন্টা
২৬	৩০-০১-২০২৩	সাইবার সিকিউরিটি সচেতনতা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫৭ জন	৮০ জন	৩ ঘন্টা
২৭	৩১-০১-২০২৩	কম্পিউটার বেসিক ও দাপ্তরিক ই-মেইল ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬২ জন	৭৮ জন	৩ ঘন্টা
২৮	০৬-০২-২০২৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭৮ জন	৮৭ জন	৬ ঘন্টা
২৯	১৩-০২-২০২৩	পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতাবৃদ্ধিকল্পে বিআরটিএ'র রিসোর্স পারসনদের অংশগ্রহণে Training of Trainers (ToT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৭ জন	৫৪ জন	৩ ঘন্টা
৩০	১৬-০২-২০২৩	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক (ড্রাইভিং লাইসেন্স) সংক্রান্ত কর্মশালা	৫৮ জন	৬৭ জন	৬ ঘন্টা
৩১	২৭-০২-২০২৩	সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন (ঢাকার যানজট নিরসনে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের গুরুত্ব) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫৯ জন	৬৮ জন	৪ ঘন্টা
৩২	২৮-০২-২০২৩	পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতাবৃদ্ধিকল্পে বিআরটিএ'র রিসোর্স পারসনদের অংশগ্রহণে Training of Trainers (ToT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৩ জন	৫১ জন	৩ ঘন্টা
৩৩	১৩-০৩-২০২৩	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয় ভিত্তিক (মোটরযানের ফিটনেস প্রদান) সংক্রান্ত কর্মশালা	৬০ জন	৭১ জন	৬ ঘন্টা
৩৪	১৫-০৩-২০২৩	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং ডি-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২ জন	২৪ জন	৬ ঘন্টা
৩৫	২২-০৩-২০২৩	মোটরযানের অনলাইন ভিত্তিক রেকর্ড কিপিং, রেকর্ড ট্র্যাকিং ও ফাইল মুভমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৯ জন	২৪ জন	৬ ঘন্টা
৩৬	২৩-০৩-২০২৩	সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন (বাংলাদেশে চলমান অর্থনৈতিক সংকট ও উত্তরণ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫৭ জন	৬৭ জন	৬ ঘন্টা
৩৭	১১-০৪-২০২৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সরকারি কর্মচারি (শৃংঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮, সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা-১৯৭৯, এবং সরকারি কর্মচারি আইন-২০১৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬০ জন	৬০ জন	৬ ঘন্টা
৩৮	০৯-০৫-২০২৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, ডি-নথি/ই-নথি, তথ্য	৬৯ জন	৭০ জন	৪ ঘণ্টা

		অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ			
৩৯	১১-০৫-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের লক্ষে ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৯৯ জন	১০২ জন	৬ ঘণ্টা
৪০	১৫-০৫-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের লক্ষে নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬৯ জন	৭০ জন	৪ ঘণ্টা
৪১	১৮-০৫-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের লক্ষে রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদানে মোটরযান পরিদর্শন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৭ জন	৮৮ জন	৬ ঘণ্টা
৪২	২৩-০৫-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের লক্ষে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮৭ জন	৮৯ জন	৪ ঘণ্টা
৪৩	১৯-০৬-২০২৩	২০২২-২৩ অর্থবছরের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার বাস্তবায়নের লক্ষে Training on ibas++ Administration & Budget Operation বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭০ জন	৭১ জন	৪ ঘণ্টা
		মোট	২৩৭৯ জন	২৫৮০ জন	২১০ ঘন্টা

সপ্তম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪

প্রতিষ্ঠানের নামঃ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: ১৫															
১.১. নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১.১.১. সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	সহকারীপরিচালক	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	০				
						অর্জন									
১.২. নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১.২.১. বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	সহকারীপরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	০				
						অর্জন									
১.৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১.৩.১. অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	সহকারীপরিচালক	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	০		১ম কোয়ার্টারে বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, মিরপুরে সভা অনুষ্ঠিত হবে। ২য় কোয়ার্টারে বিআরটিএ, রংপুর জেলা সার্কেল অফিসে সভা অনুষ্ঠিত হবে। ৩য় কোয়ার্টারে বিআরটিএ, ঢাকা মেট্রো সার্কেল-২, ইকুরিয়ায় সভা অনুষ্ঠিত হবে। ৪র্থ কোয়ার্টারে বিআরটিএ, খুলনা জেলা সার্কেল সভা অনুষ্ঠিত হবে।		
						অর্জন									

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১.৪. শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/মতবিনিময় সভা আয়োজন	১.৪.১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী/ মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মচারী	২	সংখ্যা	সহকারীপরিচালক	৭	লক্ষ্যমাত্রা	১	২	২	২	০				
						অর্জন									
১.৫. কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নথি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	১.৫.১. উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	তারিখ	সাহকারীপরিচালক	০৯-০৮-২০২৩ ১৭-১২-২০২৩ ০৪-০২-২০২৪ ২৩-০৬-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা	০৯-০৮-২০২৩	১৭-১২-২০২৩	০৪-০২-২০২৪	২৩-০৬-২০২৪			১.৫.১ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা। ১.৫.২ অব্যবহৃত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ (বাস্তবায়নের তারিখ: ২৫.০৬.২০২৪)		
						অর্জন									
১.৬. আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	১.৬.১. ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৩	তারিখ	সহকারীপরিচালক	১৭-১০-২০২৩ ১৮-০১-২০২৪ ২৪-০৪-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা		১৭-১০-২০২৩	১৮-০১-২০২৪	২৪-০৪-২০২৪					
						অর্জন									
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন: ১৭															
২.১. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২.১.১. ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	সহকারীপরিচালক	৩১-০৭-২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩১-০৭-২০২৩								
						অর্জন									

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২.২. অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২.২.১. ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	সহকারীপরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০	৩০	৫০	১০০	০				
						অর্জন									
২.৩. বাজেট বাস্তবায়ন	২.৩.১. বাজেট বাস্তবায়িত	৩	%	সহকারীপরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	৪৫	৬৫	১০০	০				
						অর্জন									
২.৪. প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	২.৪.১. সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা		০	লক্ষ্যমাত্রা					০		২.৪ প্রযোজ্য নয় বিধায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক লক্কড় ঝক্কড়/ফিটনেসবিহীন গণপরিবহন ত্রুটিমুক্ত করে যাত্রী বান্ধব করে চলাচলের উপযোগীকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		
						অর্জন									

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২.৫. প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	২.৫.১. প্রকল্পের সম্পদ (কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা							২.৫.১ প্রযোজ্য নয় বিধায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক হাইওয়েতে নিষিদ্ধ ঘোষিত/অযান্ত্রিক মোটরযানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		
						অর্জন									
	২.৫.২. প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ			লক্ষ্যমাত্রা							২.৫.২ প্রযোজ্য নয় বিধায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক হাইওয়েতে নিষিদ্ধ ঘোষিত/অযান্ত্রিক মোটরযানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।		
						অর্জন									
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম: ১৮															
৩.১. সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩.১.১. টিওএন্ডইভুক্ত যানবাহনসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ	৩	তারিখ	সহকারীপরিচালক	২৪-০৬-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা				২৪-০৬-২০২৪					
						অর্জন									

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪							মন্তব্য	ফিডব্যাক	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	প্রথম কোয়ার্টার প্রতিবেদন	দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	তৃতীয় কোয়ার্টার প্রতিবেদন	চতুর্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন	মোট অর্জন	অর্জিত মান			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩.২. গণশুনানী	৩.২.১. অনুষ্ঠিত গণশুনানী	৩	তারিখ	সহকারীপরিচালক	২০-১২-২০২৩ ১৪-০৫-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা		২০-১২-২০২৩		১৪-০৫-২০২৪			২টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হবে (১ম টি ২য় কোয়ার্টারে ২০.১২.২০২৩খ্রি: তারিখে রাজশাহী জেলা সার্কেলে ও ২য় টি ৪র্থ কোয়ার্টারে ১৪.০৫.২০২৪ তারিখে ময়মনসিংহ জেলা সার্কেলে অনুষ্টিত হবে)।		
						অর্জন									
৩.৩. ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রো সার্কেলগুলোতে দালাল বিরোধী অভিযান পরিচালনা	৩.৩.১. পরিচালিত অভিযান	৩	সংখ্যা	সহকারীপরিচালক	৪০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০	১০০	১০০	০				
						অর্জন									
৩.৪. বিআরটিএ এর বিভিন্ন জনবান্ধব ও জনসচেতনতামূলক সেবা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	৩.৪.১. প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোস্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	৩	সংখ্যা	সহকারীপরিচালক	২১০	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৬০	৫০	৫০	০				
						অর্জন									
৩.৫. অবৈধ মোটর ড্রাইভিং স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযান	৩.৫.১. পরিচালিত অভিযান	৩	সংখ্যা	সহকারীপরিচালক	৬০	লক্ষ্যমাত্রা	১৫	১৫	১৫	১৫	০				
						অর্জন									
৩.৬. হাইওয়েতে নিষিদ্ধ ঘোষিত/অযান্ত্রিক মোটরযানের বিরুদ্ধে অভিযান	৩.৬.১. পরিচালিত অভিযান	৩	সংখ্যা	সহকারীপরিচালক	৮০	লক্ষ্যমাত্রা	২০	২০	২০	২০	০				
						অর্জন									

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২৩ - জুন ৩০, ২০২৪

সূচিপত্র

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৩

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক ১৪

সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ ১৬

সংযোজনী ৪-৮: সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ ১৭

দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরটিএ'র উদ্যোগে গ্রাহক সেবা সহজিকরণের নিমিত্ত ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রার্থীদের একই দিনে পরীক্ষা ও বায়োমেট্রিক গ্রহণের কার্যক্রম ঢাকা মেট্রো-১, ২, ৩, ৪ ও ঢাকা জেলা সার্কেলে প্রথম পাইলটিং আকারে এবং পরবর্তীতে সকল সার্কেল কার্যালয়ে চালু করা হয়। ডাক বিভাগের মাধ্যমে গ্রাহকের নির্বাচিত ঠিকানায় ডাকযোগে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রেরণ করা হচ্ছে যাতে করে কোনো প্রার্থীকে লাইসেন্স পেতে বারবার বিআরটিএ অফিসে যেতে না হয়। বিগত ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থ বছরে আধুনিক ও ডিজিটাল মোটরযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অংশ হিসেবে বিআরটিএ কর্তৃক মোট ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন, ১৭ লক্ষ ৬৩ হাজার মোটরযানের ডিআরসি ইস্যু, ১৯ লক্ষ ৯০ হাজার ফিটনেস সার্টিফিকেট ইস্যু ও নবায়ন, ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন এবং মোটরযান সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে অগ্রিম আয়করসহ ১০৭৭২ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে বর্ণিত ৩ (তিন) অর্থ-বছরে মোট ২ লক্ষ ২৮ হাজার পেশাদার মোটরযান চালককে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রায় ৫৯০০ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গত ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে অনলাইনে আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান, সচিবালয়ের অভ্যন্তরে ফিটনেস নবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, যে কোন সার্কেল হতে ফিটনেস নবায়নসহ ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ মোটরকার, জিপ ও মাইক্রোবাসের একসাথে ২ (দুই) বছরের ফিটনেস প্রদান করা হয়। সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ গত ১লা নভেম্বর ২০১৯ থেকে এবং সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০২২ থেকে কার্যকর করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল, মাঠ পর্যায়ে নিজস্ব অফিস ও সড়ক দুর্ঘটনা পরবর্তী অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনাসহ অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে মোটরযান/লজিস্টিকের অভাব বিআরটিএ'র প্রধান সমস্যা। জেলা পর্যায়ে বিআরটিএ'র নিজস্ব অফিস ভবনসহ মোটরযান চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরীক্ষা (লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক) গ্রহণের জন্য স্থায়ী অবকাঠামোসহ ড্রাইভিং ট্র্যাক, র‍্যাম্প, পরীক্ষার হল, পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ মোটরযান সরবরাহ ও ড্রাইভিং সিমুলেটর স্থাপন; মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য আধুনিক ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার স্থাপন ও পরিচালন; বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন; মোটরযানের কারিগরি মান নির্ধারণের নিমিত্ত (Standard and Testing) আধুনিক অটোমোবাইল টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন ও পরিচালনা; সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং বিআরটিএ'র সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস সিসিটিভির আওতায় আনয়ন এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ; মানসম্পন্ন চালক সৃষ্টি ও সড়ক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে ২০২৮ সালের মধ্যে ঢাকাসহ ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও ফরিদপুর জেলা সদরে বিআরটিএ ভবনসহ ভিআইসি ও আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন মোটর ড্রাইভিং টেস্টিং, ট্রেনিং এন্ড মাল্টিপারপাস সেন্টার (BMDTTMC) নির্মাণ এবং পর্যায়ক্রমে ৬৪ জেলায় সম্প্রসারণ; ২০২৩ সালের মধ্যে ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১, মিরপুর এ ১২ লেন বিশিষ্ট আধুনিক ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) চালু করা; ২০২৩-২৪ অর্থ-বছর হতেই প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ সেবা সহজে প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে আবেদনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক রিসার্চ সেল এবং মিডিয়া ও পাবলিকেশন উইং গঠন করা।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৫ লক্ষ ৫০ হাজার স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স মুদ্রন ও ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময় ৩০ দিন থেকে ১৫ দিনে নামিয়ে আনা; ৭০ হাজার পেশাদার মোটরযান চালককে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৫০০ টি অভিযান পরিচালনা এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২২০০ কোটি টাকা মোটরযানের কর ও ফি (রাজস্ব) আদায় করা।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

এবং

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০২৩ সালের ...জুন..... মাসের .....১২.... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১
দপ্তর/সংস্থার রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)
ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)
আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ
২. মোটরযান ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন
৩. বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন
৪. রাজস্ব আদায়

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স, রুট-পারমিট ইত্যাদি প্রদান;
২. মোটরযান প্রস্তুতকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান ওয়ার্কশপ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, মোটরযান দূষণ পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন প্রদান;
৩. সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
৪. সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরযানের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;
৫. সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ;
৬. মোটরযানের এক্সেল লোড ও ওজনসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;
৭. আঞ্চলিক পরিবহণ কমিটি গঠন ও এর কার্যক্রম তদারকি , পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;
৮. মোটরযানের কর ও ফি আদায় এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযানের ফি নির্ধারণ;
৯. গণপরিবহণের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন।

সেকশন ২
বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০২৪-২০২৫	২০২৫-২০২৬		
মোটরযান ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়নে আগামী ২০২৬ সাল নাগাদ ১০ (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) দিনের মধ্যে মোটরযানের ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (স্মার্ট কার্ড) প্রাপ্তীর সুযোগ সৃষ্টি হবে।	ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	দিন	৩৫	৩০	১৫	১২	১০		বার্ষিক প্রতিবেদন ও ডিআরসি সিস্টেম জেনারেটেট রিপোর্ট
সড়ক নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে বছরে প্রায় ৮০ হাজার পেশাদার চালক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করবে।	পেশাদার চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান	সংখ্যা (হাজার)	৬০	৬৬	৭০	৭৫	৮০		প্রশিক্ষণ শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন, হাজিরা, সামারি সীট, বাৎসরিক প্রতিবেদন
বিআরটিএ'র সেবার মানোন্নয়নে আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে গড়ে প্রতিবছরে ১০০ কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হবে।	বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রম/সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে বিআরটিএ'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আয়োজিত (প্রতি প্রশিক্ষণে কমপক্ষে ২০ জন)	সংখ্যা		৩	৪	৫	৬		প্রশিক্ষণ শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন, হাজিরা, সামারি সীট, বাৎসরিক প্রতিবেদন
আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে বিআরটিএ কর্তৃক বছরে প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা সেবা খাতে সরকারি রাজস্ব আদায় হবে।	ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়কৃত	কোটি টাকা	১৬৫৫	১৭৮০	২২০০	২৩৫০	২৫০০		অনলাইন প্রতিবেদন, রাজস্ব শাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন, বাৎসরিক প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩
কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণ	২৭	[১.১] পেশাদার চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত [রিফ্রেশার] পেশাদার চালক	সমষ্টি	সংখ্যা (হাজার)	৪	৬০	৬৬	৭০	৬৯	৬৮	৬৭	৬৬	৭৫	৮০
		[১.২] জনসচেতনতা সৃষ্টি	[১.২.১] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৭০	৭০	১২০	১১৫	১১০	১০৮	১০৫	১৪০	১৫০
			[১.২.২] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা (ধরণ)	৩	৬	৮	১০	৯	৮			১১	১২
			[১.২.৩] ইলেকট্রনিক মিডিয়া/টিভি চ্যানেলে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক অডিও/ভিডিও প্রচারকৃত	সমষ্টি	সেকেন্ড	৩		১২০০	১৪০০	১৩৮০	১৩৫০	১৩২০	১৩০০	১৪৫০	১৫০০
			[১.২.৪] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক লিফলেট/পোস্টার বিতরণকৃত	সমষ্টি	লক্ষ	৩	৫.৫	৬.০	৬.৫	৬.৪	৬.৩	৬.২	৬.১	৬.৮	৭.০
		[১.৩] মোবাইলকোর্ট পরিচালনা	[১.৩.১] সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ প্রয়োগে পরিচালিত অভিযান	সমষ্টি	সংখ্যা	৪			৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	৩০০	৫৫০	৬০০
			[১.৩.২] ফিটনেসের মেয়াদোত্তীর্ণ মোটরযান চিহ্নিতকরণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩			১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১২০০	১৫০০
			[১.৩.৩] চলাচল অযোগ্য মোটরযান সড়ক হতে অপসারণ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩			৩০০	২৫০	২০০	১৫০	১০০	৪০০	৫০০

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[২] মোটরযান ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন	২৪	[২.১] স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু	[২.১.১] স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স (ই-লাইসেন্স) ইস্যুকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা (লক্ষ)	৫	৪.০	৪.৫	৫.০	৪.৮	৪.৭	৪.৬	৪.৫	৫.৩	৫.৫
		[২.২] মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু	[২.২.১] ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	গড়	দিন	৫	৩৫	৩০	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	১২	১০
		[২.৩] মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন	[২.৩.১] এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ফিটনেস নবায়ন পদ্ধতি চালুকৃত মেট্রো/জেলা সার্কেল	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	৫	১০	২৯	৭০	৬৮	৬৫				
			[২.৩.২] ১২ লেন বিশিষ্ট আধুনিক VIC এর মাধ্যমে ফিটনেস নবায়নকৃত	গড়	সংখ্যা	৪			৫০০০	৪৯০০	৪৮০০	৪৬০০	৪৫০০	৪০০০০	৫০০০০
		[২.৪] মোটরযানের নথিসমূহের ডিজিটাল আর্কাইভকরণ	[২.৪.১] আর্কাইভকৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা (লক্ষ) ক্রমপুঞ্জিত	৫	১৬০	২৮০	৪০০	৩৯০	৩৮৫	৩৮০	৩৭০	৫০০	৬০০
[৩] বিআরটিএ'র সেবার মান উন্নয়ন	১৪	[৩.১] সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	[৩.১.১] সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	৩	৬	৬	৪	৩	২		৮	৮
		[৩.২] অনলাইনে বিআরটিএ'র সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি /নির্দেশিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত	[৩.২.১] অনলাইনে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ধরণের সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি /নির্দেশিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৫		৪	৫	৪	৩			৬	৬
		[৩.৩] সেবার মান উন্নয়নে কমকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৩.৩.১] বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রম/সেবা সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪		৩	৪	৩	২			৫	৬

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[৪] রাজস্ব আদায়	৫	[৪.১] মোটরযান কর ও ফি আদায়	[৪.১.১] ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়কৃত (ফি বৃদ্ধিজনিত কারনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন লক্ষ্যমাত্রা)	গড়	%	৫	১৬৫৫	১৭৮০	২২০০	২১৫০	২১৩০	২১০	২১০০	২৩৫০	২৫০০

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২	প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫	প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র															
[১] সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	১০									
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৪									
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									
		[১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	প্রাপ্ত নম্বর	৩									

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় হিসাবে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

চেয়ারম্যান বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	১২.০৬.২৩ তারিখ
সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১২.৬.২০২৩ তারিখ

সংযোজনী-১

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	আরএফআইডি	রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন
২	ইভিআর	ইলেকট্রনিক ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম
৩	এইচএসডিএল	হাই সিকিউরিটি ড্রাইভিং লাইসেন্স
৪	ডিআরসি	ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট
৫	ডিএলএস	ড্রাইভিং লাইসেন্স সিস্টেম
৬	বিআরটিএ	বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি
৭	বিএসপি	বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল
৮	ভিআইসি	ভেহিকেল ইন্সপেকশন সেন্টার

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
[১.১] পেশাদার চালকদের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.১.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত [রিফ্রেশার] পেশাদার চালক	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	জেলা ভিত্তিক সামারি প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন
[১.২] জনসচেতনতা সৃষ্টি	[১.২.১] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার আয়োজিত	পরিচালক (রোডসেফটি)	জেলা ভিত্তিক সামারি প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন
	[১.২.২] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত	পরিচালক (রোডসেফটি)	প্রতিবেদন ও বিজ্ঞপ্তি
	[১.২.৩] ইলেকট্রনিক মিডিয়া/টিভি চ্যানেলে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের জনসচেতনতামূলক অডিও/ভিডিও প্রচারকৃত	পরিচালক (রোডসেফটি)	প্রতিবেদন ও ভিডিও চিত্র
	[১.২.৪] সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক জনসচেতনতামূলক লিফলেট/পোস্টার বিতরণকৃত	পরিচালক (রোডসেফটি)	জেলা ভিত্তিক সামারি প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন
[১.৩] মোবাইলকোর্ট পরিচালনা	[১.৩.১] সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ প্রয়োগে পরিচালিত অভিযান	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)	প্রতিবেদন, উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) এর পত্যয়ন
	[১.৩.২] ফিটনেসের মেয়াদোত্তীর্ণ মোটরযান চিহ্নিতকরণ	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)	তালিকা, প্রতিবেদন, উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) এর পত্যয়ন
	[১.৩.৩] চলাচল অযোগ্য মোটরযান সড়ক হতে অপসারণ	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)	তালিকা, প্রতিবেদন, উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) এর পত্যয়ন
[২.১] স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু	[২.১.১] স্মার্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স (ই-লাইসেন্স) ইস্যুকৃত	পরিচালক (অপারেশন)	ডিএলএস সিস্টেম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.২] মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু	[২.২.১] ডিজিটাল রেজি: সার্টিফিকেট (ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণের পর) প্রদানের জন্য গৃহীত সময়	পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)	ইভিআর সিস্টেম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৩] মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন	[২.৩.১] এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে ফিটনেস নবায়ন পদ্ধতি চালুকৃত মেট্রো/জেলা সার্কেল	পরিচালক (অপারেশন)	বিএসপি সিস্টেম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৩] মোটরযানের ফিটনেস সার্টিফিকেট নবায়ন	[২.৩.২] ১২ লেন বিশিষ্ট আধুনিক VIC এর মাধ্যমে ফিটনেস নবায়নকৃত	পরিচালক (অপারেশন)	আইএস সিস্টেম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন
[২.৪] মোটরযানের নথিসমূহের ডিজিটাল আর্কাইভকরণ	[২.৪.১] আর্কাইভকৃত পৃষ্ঠার সংখ্যা	পরিচালক (অপারেশন)	আর্কাইভিং সিস্টেম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন
[৩.১] সমসাময়িক বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	[৩.১.১] সমসাময়িক বিষয়ে আয়োজিত বিশেষ লার্নিং সেশন	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	প্রত্যয়ন/সিস্টেম রিপোর্ট এবং অফিস আদেশ ও হাজিরা
[৩.২] অনলাইনে বিআরটিএ'র সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি /নির্দেশিক্ষা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত	[৩.২.১] অনলাইনে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ধরণের সেবা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি /নির্দেশিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত	পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট), পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও পরিচালক (অপারেশন)	বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশিকা ও প্রকাশিত পত্রিকা

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
[৩.৩] সেবার মান উন্নয়নে কমকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৩.৩.১] বিভিন্ন অনলাইন কার্যক্রম/সেবা সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ আয়োজিত	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর প্রত্যয়ন/সিস্টেম রিপোর্ট এবং অফিস আদেশ ও হাজিরা
[৪.১] মোটরযান কর ও ফি আদায়	[৪.১.১] ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোটরযান কর ও ফি আদায়কৃত (ফি বৃদ্ধিজনিত কারনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নতুন লক্ষ্যমাত্রা)	পরিচালক (অপারেশন) ও রাজস্ব কর্মকর্তা	পরিচালক (অপারেশন) ও রাজস্ব কর্মকর্তা এর প্রত্যয়ন/সিস্টেম রিপোর্ট

সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	যেসকল অফিসের সাথে সংশ্লিষ্ট	সংশ্লিষ্ট অফিসের সাথে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল

সংযোজনী ৪-৮: সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ

ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪
(দপ্তর/সংস্থা/বিভাগীয় অফিসের জন্য)

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪				
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	২৩/০৩/২৪	৩০/০৩/২৪	০৬/০৪/২৪	১৩/০৪/২৪
০২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	৩	২	১	-
০৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেসিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যুনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৮	০৯/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	০৮/০৬/২৪
০৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (নিয়মিতভাবে)	সংখ্যা	৭	৪	৩	২	১	-
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১	-
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন।	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	-	১	-	-
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২৪	০৮/০৪/২৪	১৫/০৪/২৪	২২/০৪/২৪	২৯/০৪/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ
www.brta.gov.bd

সিটিজেন চার্টার

১। ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশবান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

মিশনঃ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে অংশীজনের সচেতনতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল, টেকসই, নিরাপদ, সুশৃংখল, পরিবেশ বান্ধব আধুনিক সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

২। প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১। নাগরিক সেবা

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (পেশাদার ও অপেশাদার)	**বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে** রেজিস্ট্রেশন/ নিবন্ধন করে লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করত: আবেদন দাখিল। লিঙ্ক: **http://www.bsp.brta.gov.bd**	(১) রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট (সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি); (২) জাতীয় পরিচয়পত্রের স্ক্যান কপি (সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি); (৩) ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ/টেলিফোন /পানির বিল) বিলের স্ক্যান কপি(সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি); [আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ঠিকানা যদি ভিন্ন হয় তবে বর্তমান ঠিকানার ইউটিলিটি বিল/যথাযথ প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে]; (৪) বিদ্যমান ড্রাইভিং লাইসেন্সের স্ক্যান কপি [ড্রাইভিং লাইসেন্সের নবায়ন/শ্রেণী পরিবর্তন/শ্রেণী সংযোজন/ লাইসেন্সের ধরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য] (সর্বোচ্চ ৬০০কে.বি);	(১) মোটরসাইকেল/থ্রি-হুইলার/ হালকা মোটরযান - ৫১৮/- টাকা (২) ক্রমিক ১ এর যেকোন দুই ক্যাটাগরি মোটরযান -৭৪৮/-টাকা। [বি:দ্র: অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ প্রযোজ্য]	০১ দিন	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
২।	লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স পুনঃপরীক্ষার তারিখ গ্রহণ (পেশাদার ও অপেশাদার)	আপনার নিবন্ধনকৃত বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে লার্নার বা শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্সের পুনঃপরীক্ষার লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিল। লিঙ্ক: **http://www.bsp.brta.gov.bd**	প্রযোজ্য নহে।	পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে প্রতি শেণীর জন্য পুনঃপরীক্ষার -২৩০/- টাকা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে নবায়ন ফি-২৮৮/- [বি:দ্র: অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে চার্জ প্রযোজ্য]	০১ দিন	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
৩।	ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার)	বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করবে।	(১) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদ; (২) পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফর্ম (লিংক: **অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স**) (৩) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ, (৪) পূর্বে জমাদানকৃত মেডিকেল সার্টিফিকেটের মেয়াদ ০৬ মাস	স্মার্ট কার্ড অপেশাদার লাইসেন্স ৪,৪৯৭/- টাকা। [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা	৩০ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
			অতিক্রান্ত হলে পুনরায় রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল; (৫) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজ ০২ কপি রঙ্গীন ছবি;	(ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]		
৪।	ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (অপেশাদার)	আপনার নিবন্ধনকৃত বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (BSP) মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল। অথবা, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (অপেশাদার) করার জন্য গ্রাহককে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন দাখিল।	(১) অনলাইনে আবেদনের জন্য লিঙ্ক: **http://www.bsp.brta.gov.bd** অথবা, (১) ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফর্ম; (লিংক) (২) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ; (৩) পূর্বের ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি; (৪) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ০১ কপি রঙ্গীন ছবি;	স্মার্ট কার্ড অপেশাদার লাইসেন্স ৪,৫৫৭ টাকা [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]	সর্বোচ্চ ৩০ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
৫।	ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (পেশাদার)	আপনার নিবন্ধনকৃত বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের (BSP) মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিল। লিঙ্ক: **http://www.bsp.brta.gov.bd** অথবা, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (অপেশাদার) করার জন্য গ্রাহককে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন দাখিল।	(১) অনলাইনে আবেদনের জন্য লিঙ্ক: **http://www.bsp.brta.gov.bd** অথবা, (১) ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফর্ম; (লিংক) (২) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ; (৩) পূর্বের ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি; (৪) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ০১ কপি রঙ্গীন ছবি; (৫) রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল; (৬) ডোপ টেস্ট সনদ দাখিল;	স্মার্ট কার্ড অপেশাদার লাইসেন্স ২,৮৩২ টাকা [ফি জমাদানের জন্য ব্যাংকের তালিকাঃ (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**)]	৩০ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
৬।	ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (পেশাদার)	ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন (পেশাদার) নবায়নের জন্য গ্রাহককে বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে আবেদন করতে হয়।	(১) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সনদ; (২) পূরণকৃত নির্ধারিত আবেদন ফর্ম (**পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন ফর্ম**); (৩) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ, (৪) রেজিষ্টার্ড ডাক্তার কর্তৃক মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল; (৫) সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজ ০১ কপি রঙ্গীন ছবি;	স্মার্ট কার্ড পেশাদার লাইসেন্স ২,৪২৭/- টাকা। [ফি জমাদানের জন্য ব্যাংকের তালিকাঃ (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**)]	২০ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
৭।	মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন (মোটরসাইকেল)	সেবাগ্রহণকারীকে সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মোটরসাইকেলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনটি যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়াগেলে গ্রাহককে প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন ফি জমা প্রদান করতে হয়। মোটরসাইকেলটি পরিদর্শন করার পর মোটরযান পরিদর্শকের সুপারিশ সাপেক্ষে সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের	(১) মালিক ও আমদানিকারক/ডিলার কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করা নির্ধারিত আবেদনপত্র (**বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে); (ক) একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো মোটরসাইকেলের মালিক হলে সে-ক্ষেত্রে একজনের নামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সকলের সম্মতি সম্বলিত হলফনামা; (খ) প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর ও সিলমোহর; (গ) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে গাড়ির মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডেরেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন;	নিবন্ধনকালে প্রযোজ্য ফি: (ক) মোটরসাইকেলের ওজন ৯০ কেজি বা এর কম এবং ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০সিসি বা এর কম হলে সর্বমোট ফি ৯,৩১৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ১,১৫০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে অবশিষ্ট ৪,৬০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। (খ) মোটরসাইকেলের ওজন ৯০কেজির বেশী ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০ সিসি বা এর কম	০১ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**

০

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		প্রদান করা হয়।	(২) বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস, বিল অব লেডিং ও এলসিএ কপি; (৩) সেল সার্টিফিকেট /সেল ইন্টিমেশন/বিক্রয় প্রমাণপত্র (আমদানিকারক/বিক্রেতা প্রদত্ত); (৪) প্যাকিং লিস্ট, ডেলিভারী চালান ও গেইট পাশ (সিকেডি গাড়ির ক্ষেত্রে); (৫) বিদেশি নাগরিকের নামে রেজিস্ট্রেশন হলে বাংলাদেশের ওয়ার্ক পারমিট এবংভিসার মেয়াদের কপি; (৭) বিক্রয়ারী প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট পরিশোধের চালান; (৮) প্রযোজ্য রেজিস্ট্রেশন ফি জমাদানের রসিদ; (৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট/ টেলিফোন বিল/ বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদির যে-কোনটির সত্যায়িত ফটোকপি এবং মালিক প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিষ্ঠানের প্যাডে পত্র;	হলে সর্বমোট ফি ১০,৪৬৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ২,৩০০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে অবশিষ্ট ৯,২০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। (গ) মোটরসাইকেলের ওজন ৯০কেজি বা এর কম এবং ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০সিসি’ র বেশী হলে সর্বমোট ফি ১০,৯২৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ১,১৫০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে অবশিষ্ট ৪,৬০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। (ঘ) মোটরসাইকেলের ওজন ৯০কেজির বেশী ও ইঞ্জিন ক্যাপাসিটি ১০০ সিসি’ র বেশী হলে সর্বমোট ফি ১২,০৭৩/- । পরবর্তী ২ বছর পরপর প্রতিকিস্তি ২,৩০০/- টাকা করে ৪টি কিস্তিতে অবশিষ্ট ৯,২০০/- টাকা রোড ট্যাক্স পরিশোধ করতে হবে। [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]		
৮।	মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন (মোটরসাইকেল ব্যতিত)	সেবাগ্রহণকারীকে সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মোটরসাইকেলের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে হয়। আবেদনটি যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়াগেলে গ্রাহককে প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন ফি জমা প্রদান করতে হয়। মোটরসাইকেলটি পরিদর্শন করার পর মোটরযান পরিদর্শকের সুপারিশ সাপেক্ষে সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনের প্রদান করা হয়।	(১) মালিক ও আমদানিকারক/ডিলার কর্তৃক যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করা নির্ধারিত আবেদনপত্র (H-Form) **বিআরটিএ’র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে; (২) ব্যক্তি মালিকানাধীন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে (ক) জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্ট সত্যায়িত ফটোকপি; (খ) ঠিকানার প্রমানক হিসেবেইউটিলিটি বিল (টেলিফোন বিল/বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) এর সত্যায়িত ফটোকপি; (গ) একাধিক ব্যক্তি যৌথভাবে কোনো গাড়ির মালিক হলে সে-ক্ষেত্রে একজনের নামে রেজিস্ট্রেশনের জন্য সকলের সম্মতি সম্বলিত হলফনামা; (৩) মালিক প্রতিষ্ঠান হলে প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে চিঠি; (৪) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে গাড়ির মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্যাডে রেজিস্ট্রেশন	মোটরযানের রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রদেয় মোট ফি গাড়ির সিসি, সিট সংখ্যা, বোঝাই গাড়ির ওজন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা রয়েছে, যার তালিকা **বিআরটিএ’র ওয়েবসাইটে** রয়েছে। (১) মোটরযানের প্রকৃতি ও সিসি অনুযায়ী নিবন্ধন ফি ভিন্ন ভিন্ন হয়। (ফি-এর পূর্ন তালিকা **বিআরটিএ’র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে । [এ ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে] (২) ডিআরসি ফি ৫৫৫/- (ভ্যাটসহ) (৩) নাম্বার প্লেট ফি (ভ্যাটসহ) (ক) থ্রি-হুইলার ২,২৬০/-	০১ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
			কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন; (৫) বিল অব এন্ট্রি (মূলকপি); এক কপিতে একাধিক গাড়ির বর্ণনা থাকলে মূলকপি প্রদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকর্তৃক সত্যায়িত কপি; (৬) ইনভয়েস, বিল অব লেডিং-এরকাস্টমস্ কর্তৃক সত্যায়িতকপি; (৭) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িতএলসিএ কপি; (৮) সেল সার্টিফিকেট /সেল ইন্টিমেশন/বিক্রয় প্রমাণপত্র(আমদানিকারক/বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত); (৯) প্যাকিং লিস্ট, ডেলিভারী চালান ও গেইট পাশ (সিকেডি গাড়ির ক্ষেত্রে); (১০) আবেদনকারীর TIN/e-TIN সার্টিফিকেট-এর ফটোকপি; (১১) বিদেশি নাগরিকের নামে রেজিস্ট্রেশন হলে বাংলাদেশের ওয়ার্ক পারমিট এবংভিসার মেয়াদের কপি; (১২) (ক) মূসক-১ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (খ) মূসক-১১(ক)/ভ্যাট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), (গ) ভ্যাট পরিশোধের চালান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (১৩) প্রস্তুতকারক/বিআরটিএ কর্তৃক অনুমোদিত বডি ও আসন ব্যবস্থার স্পেসিফিকেশন সম্বলিত ড্রইং (বাস, ট্রাক, হিউম্যান হলার, ডেলিভারী ভ্যান, অটো টেম্পু ইত্যাদি মোটরযানের ক্ষেত্রে); (১৪) সিকেডি মোটরযানের ক্ষেত্রে বিআরটিএ'র টাইপ অনুমোদন ও অনুমোদিত সংযোজনী তালিকা; (১৫) বডি ভ্যাট চালান ও ভ্যাট পরিশোধের রসিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (১৬) প্রয়োজনীয় ফি জমাদানের রশিদসমূহ (বিআরটিএ কপি); (১৭) রিকন্ডিশন্ড মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন হবে- (ক)'টিও' ফরম (ক্রেতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত), 'টিটিও' ফরম ও বিক্রয় রসিদ (আমদানিকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত)। (খ) ডি-রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের মূল কপি এবং ডি-রেজিস্ট্রেশনের ইংরেজি অনুবাদের সত্যায়িত কপি (সার্টিফিকেট অব ক্যানসেলেশন এর সত্যায়িত কপি);	(খ) অন্যান্য ৪,৬২৮/- (৪) ফিটনেস ফি (ভ্যাটসহ) (ক) হালকা গাড়ি: ১,৮৯২/- (খ) ভারি গাড়ি: ২,২৯৫/- (৫) মোটরযানের প্রকৃতি, আসন সংখ্যা অথবা বোঝাই গাড়ির ওজন এরউপর ভিত্তি করে রোড ট্যাক্স ভিন্ন ভিন্ন হয় (পূর্ন তালিকা **বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে) [এ ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে] (৬) মোটরযানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অনুমিত অগ্রিম আয়কর ভিন্ন ভিন্ন হবে (পূর্ন তালিকা **বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)] বি:দ্র: (ক)রিকন্ডিশন্ড মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত ফি এর সাথে মালিকানা বদলী ফি যোগ করতে হবে, যা রেজিস্ট্রেশন ফি এর ৩ ভাগের ১ ভাগ। (খ) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে গাড়ির মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে উপরোক্ত ফি এর সাথে Hire Purchase (H/P) ফি ২,৭৬০/- (ভ্যাটসহ) যোগ করতে হবে।		
৯।	মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন	**বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে** একাউন্ট খুলে ফিটনেস নবায়নের জন্য এ্যাপয়েন্ট গ্রহণ করতে হবে (ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১,২ ও ৩ এবং ঢাকা, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়াতপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা সার্কেল)। গাড়ীটি অবশ্যই BSP পোর্টালে সংযুক্ত থাকতে হবে। গাড়ীটি ফিটনেস	**বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের** মাধ্যমে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণকৃত সি.এফ.সি/সি.এফ.আর.এ ফরম স্বাক্ষর। (ক) প্রয়োজনীয় ফি জমা রশিদ; (খ) হালনাগাদ ট্যাক্স টোকেন এর ফটোকপি; (গ) মোটরযানের অনুমিত/অগ্রিম আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র (অনুমিত/অগ্রিম আয়কর জমা দিতে TIN আবশ্যক); (ঘ) পরিদর্শনের জন্য মোটরযান হাজির করা।	মোটরযানের শ্রেণী অনুযায়ী নির্ধারিত ফি জমা প্রদানের জন্য **বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে** সেবাগ্রহণকারীর নিবন্ধিত একাউন্ট থেকে ফি প্রদান করতে হবে।	২ দিন	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে Appointment নিতে পারবে। গাড়ীটি নিয়ে বিআরটিএ সার্কেল অফিসে যাওয়ার পূর্বে বকেয়া প্রদান পূর্বক Money Receipt সংগ্রহ করতে হবে। ফিটনেস Expire Last Date হলে শেষ স্লটে Serial না থাকলেও Appointment জন্য আবেদন করতে পারবে। Appointment Date wise না গেলে Appointment বাতিল হিসাবে গণ্য হবে এবং পূনরায় Appointment নিতে হবে।				
১০।	মোটরযানের মালিকানা বদলী	সেবাগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ আবেদন করতে হবে এবং মোটরযান ও পূর্বের মালিক(বিক্রেতা)-কে বিআরটিএ সার্কেল অফিসে হাজির হতে হবে। মোটরযান পরিদর্শকের সুপারিশ সাপেক্ষে সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:)কর্তৃক মালিকানা বদল করা হয়।	(১) যথাযথভাবে পূরণকৃত 'টিও', 'টিটিও' ফরম এবং বিক্রয় রশিদ **বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে; (২) নির্ধারিত ফি জমা রশিদের বিআরটিএ'র কপি; (৩) ক্রেতার টিন (TIN) সার্টিফিকেট এবং বর্তমান ঠিকানার স্বপক্ষে ইউটিলিটি (টেলিফোন/বিদ্যুৎ/গ্যাস ইত্যাদি) বিলের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল; (৪) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি; (৫) মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক) এর উভয়ের মূল কপি অথবা ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট; (৬) হালনাগাদ ট্যাক্স-টোকেন, ফিটনেস, রুট পারমিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর সত্যায়িত ফটোকপি; (৭) ছবিসহ ২০০/- টাকা অথবা সরকার নির্ধারিত নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ক্রেতা ও কিক্রেতার পৃথক পৃথক হলফনামা; (৮) তিনকপি স্ট্যাম্প সাইজের রঙিন ছবিসহ নির্ধারিত নমুনা স্বাক্ষর ফরমের সকল তথ্য ইংরেজি BLOCK LETTER এ পূরণ করে ক্রেতার নমুনা স্বাক্ষর; (৯) ক্রেতা যদি কোনো প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে হলফনামার পরিবর্তে অফিসিয়াল প্যাডে চিঠি/ ইন্টিমেশন; (১০) বিক্রেতা কোম্পানী হলে কোম্পানীর লেটার হেড প্যাডে ইন্টিমেশন, বোর্ড রেজুলেশন ও অথরাইজেশনপত্র; (১১) মোটরযানটি ব্যাংক অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়বদ্ধ থাকলে দায়বদ্ধকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ছাড়পত্র, লোন এ্যাডজাষ্টমেন্ট স্টেটমেন্ট, ব্যাংক কর্তৃক সহকারী পরিচালক(ইঞ্জিঃ) বিআরটিএ বরাবর অনুরোধ পত্র এবং ২০০/- টাকা অথবা সরকার নির্ধারিত নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ব্যাংক কর্তনের হলফনামা;	(১) মোটরযানের মালিকানা বদলী ফি মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ফি-এর ৩ ভাগের ১ ভাগ। [এ ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট প্রযোজ্য হবে] (রেজিস্ট্রেশন ফি তালিকা **বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে)। অথবা (২) ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে গাড়ির মালিকানার আর্থিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে Hire Purchase (H/P) withdrawl ফি ১,১৫০/- (ভ্যাটসহ) যোগ করতে হবে। খ) ডিআরসি ফি ৫৫৫/- (ভ্যাটসহ) গ) প্রতিলিপি ফি ৫৭৫/- (ভ্যাটসহ) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]	৩০ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
			(১২) বিদেশি নাগরিকের নামে মালিকানা বদলি হলে বাংলাদেশের ওয়ার্ক পারমিট এবংভিসার মেয়াদের কপি;			
১১।	মোটরযানের রুট পারমিট ইস্যু ও নবায়ন	সেবাগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফিসহ তার মোটরযানের রুটপারমিট ইস্যু/নবায়নের জন্য আবেদন করেন। অত:পর বিআরটিএ অফিস কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (আরটিসি)-তে উপস্থাপন করা হয়। কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে সদস্য সচিব (সহকারী পরিচালক) রুট পারমিট ইস্যু/নবায়ন করে গ্রাহককে সরবরাহ করা হয়।	(১) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র পূরণ ও স্বাক্ষর (**বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে); (২) প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের রশিদ; (৩) চালকের নিয়োগপত্র ও ড্রাইভিং লাইসেন্স-এর সত্যায়িত কপি; (৪) রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি; (৫) রুটপারমিট সার্টিফিকেটের মূল কপি (নবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য); (৬) হালনাগাদ ট্যাক্স টোকেন এর সত্যায়িত ফটোকপি; (৭) TIN সংক্রান্ত কাগজপত্র-এর সত্যায়িত কপি; (৮) অনুমিত আয়কর জমার রশিদ এর সত্যায়িত ফটোকপি	(১) বাস/মিনিবাস এর ক্ষেত্রে প্রতি বছর ৯০০/- টাকা (এক জেলার জন্য) (২) প্রতি বছর ১,৪০০/- টাকা (একাধিক কিন্তু অনধিক তিন জেলার জন্য) (৩) প্রতি বছর ১,৯০০/- টাকা (তিনের অধিক জেলার জন্য) (১৫% ভ্যাট সব ক্ষেত্রে যোগ করতে হবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]	১৫ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
১২।	মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন (কার, জীপ, মাইক্রোবাস)	গ্রাহক মোটরযানের (কার, জীপ, মাইক্রোবাস) ফিটনেস নবায়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফি জমাদিয়ে আবেদন করেন। এরপর মোটরযান পরিদর্শক সরজমিনে মোটরযানটি দেখে এক বছরের জন্য ফিটনেস নবায়ন করেন। (ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১,২ ও ৩ এবং ঢাকা, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়াতপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা সার্কেলসমূহের জন্য **বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে** একাউন্ট খুলে ফিটনেস নবায়নের জন্য এ্যাপয়েন্ট গ্রহণ করতে হবে)	(১) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (**বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে); (২) প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের রশিদ; (৩) ফিটনেস সার্টিফিকেটের মূল কপি; (৪) হালনাগাদ ট্যাক্স টোকেন এর সত্যায়িত ফটোকপি; (৫) অগ্রিম আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র;	(১) ফিটনেস নবায়ন ফি (ভ্যাটসহ) (ক) হালকা গাড়ি: ১,৮৯২/- (খ) ভারী গাড়ি: ২,২৯৫/- (২) মোটরযানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অগ্রিম আয়কর ভিন্ন ভিন্ন হবে (বি: দ্র: ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার সময় TIN সার্টিফিকেটের কপি প্রয়োজন হবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]	০১ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
১৩।	মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন (বাস, মিনিবাস, ট্রাক, মিনিট্রাক, অটোরিক্সা,	গ্রাহক মোটরযানের (বাস, মিনিবাস, ট্রাক, মিনিট্রাক, অটোরিক্সা, ট্যাক্সিক্যাব ইত্যাদি) ফিটনেস নবায়ন এর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নির্ধারিত ফি জমাদিয়ে আবেদন করেন। এরপর মোটরযান পরিদর্শক সরজমিনে	(১) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (**বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে); (২) প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের রশিদ; (৩) ফিটনেস সার্টিফিকেটের মূল কপি; (৪) হালনাগাদ ট্যাক্স টোকেন এর সত্যায়িত ফটোকপি; (৫) অনুমিত আয়কর প্রদানের প্রমাণপত্র;	(১) ফিটনেস নবায়ন ফি (ভ্যাটসহ) (ক) হালকা গাড়ি: ১,৮৯২/- (খ) ভারী গাড়ি: ২,২৯৫/- (২) মোটরযানের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অনুমিত আয়কর ভিন্ন ভিন্ন হবে (বি: দ্র: ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার সময়	০১ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**

·8

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
	ট্যাক্সিক্যাব ইত্যাদি)	মোটরযানটি দেখে এক বছরের জন্য ফিটনেস নবায়ন করেন। (ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১,২ ও ৩ এবং ঢাকা, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়াতপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা সার্কেলসমূহের জন্য **বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে** একাউন্ট খুলে ফিটনেস নবায়নের জন্য এ্যাপয়েন্ট গ্রহণ করতে হবে)		TIN সার্টিফিকেটের কপি প্রয়োজন হবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]		
১৪।	মোটরযানের ট্যাক্স টোকেন নবায়ন	গ্রাহককে প্রয়োজনীয় ফি জমা প্রদানের পর বিআরটিএ অনুমোদিত ব্যাংক থেকে ট্যাক্স টোকেন নবায়ন করে নিতে হয়।	(১) পূর্বের ইস্যুকৃত ট্যাক্স টোকেন সার্টিফিকেট (মূল কপি)।	মোটরযানের প্রকৃতি, আসন সংখ্যা অথবা বহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে রোড ট্যাক্স ভিন্ন ভিন্ন হবে (রোড ট্যাক্স এর পূর্ন তালিকা **বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে) [ফি জমাদান সংক্রান্ত লিংক: (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**)]	০১ কার্যদিবস	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**
১৫।	ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু	সেবাগ্রহণকারী বিআরটিএ সদর কার্যালয় অফিসে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেন। আবেদনটি যাচাই-বাছাইকরতঃ ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে।	(১) নির্ধারিত ফর্মের (Form I.L.A)-এ আবেদন (**বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটে** পাওয়া যাবে); (২) পাসপোর্ট সাইজের ০২ (দুই) কপি এবং স্ট্যাম্প সাইজের ০২ (দুই) কপি রঙ্গীন ছবি; (৩) নির্ধারিত ফি জমাদানের রশিদ (বিআরটিএ' র কপি) (৪)পেশাদার লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি; (৫)ভারী মোটরযান চালনার ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতার সদন; (৬) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (এসএসসি বা সমমান কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে); (৭) পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত (৮) প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তার নিকট হতে চারিত্রিক সনদপত্র;	ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স ফি ২,৩০০/- টাকা (ভ্যাটসহ);	৩০ কার্যদিবস	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়
১৬।	রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ	(১) ফি জমা প্রদানের পর মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ তৈরি করা হয় এবং গ্রাহককে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট	(১) নির্ধারিত সময়ে ফি জমা রশিদ; (২) রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি (A4 সাইজ) জমা দিতে হবে এবং মূলকপিসহ হাজির হলে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট সংযোজন করা হয়।	**সেবা মূল্য:** টাইপ-IA, IB, IIA, IIB = ৪৬২৮/- এবং টাইপ-IIIA ও IIIB = ২২৬০/-	৩০ দিন	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল:

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		সংযোজন করার জন্য গাড়িসহ সংশ্লিষ্ট বিআরটিএ অফিসে হাজির হওয়ার জন্য মালিকের মোবাইলে ম্যাসেজের মাধ্যমে জানানো হয়; (২) মোবাইলে ম্যাসেজ পাওয়ার পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করে গাড়িসহ বিআরটিএ অফিসে হাজির হয়ে গাড়িতে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন করতে হবে। **মোবাইল ম্যাসেজ (এসএমএস) এর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহঃ** (১) মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুতের স্ট্যাটাস জানা (যেমন; NP এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ); (২) মোটরযানের রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নম্বরপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ (যেমন; NP<space>A<space>Date এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ)। মন্তব্য: শুধুমাত্র ঢাকা মেট্রো ও চট্ট মেট্রো সার্কেল অফিসের জন্য প্রযোজ্য।		সম্পূরক শুল্ক (উভয় ক্ষেত্রে) ১৫% প্রযোজ্য হবে। **পরিশোধ পদ্ধতি:** অনলাইনে VISA/ MASTER/ AMERICIAN XPRESS/ DBBL NEXUS CARD ও মোবইল ব্যাংকিং ROCKET/bKash এর মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি জমা প্রদান (**বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে**) সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করা যাচ্ছে। বিআরটিএ অফিসে না এসেই নির্ধারিত ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমেও ফি প্রদান করা যায়।		de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়
১৭।	ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের এর ফি জমা প্রদানের পর গ্রাহককে বায়োমেট্রিক্স (চার আঙ্গুলের ছাপ, ডিজিটাল ছবি ও স্বাক্ষর) প্রদানের জন্য মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। বায়োমেট্রিক্স প্রদানের জন্য গ্রাহককে মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত সময়ে নিম্নেবর্ণিত কাগজ পত্রসহ ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর বায়োমেট্রিক্স (ছবি, আঙ্গুলের ছাপ ও স্বাক্ষর) প্রদান	(১) অন-লাইনে নির্ধারিত ব্যাংকে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য প্রযোজ্য ফি জমা রশিদের মূল কপি ও এক সেট ফটোকপি (A৪ সাইজ); (২) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর মূল কপি ও এক সেট ফটোকপি (A৪ সাইজ); (৩) জাতীয় পরিচয়পত্র/ড্রাইভিং লাইসেন্স (স্মার্ট কার্ড)/মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট- এর মূল কপিসহ এক সেট ফটোকপি।	**সেবা মূল্য:** ৫৫৫/- সম্পূরক শুল্ক ১৫% প্রযোজ্য হবে। **পরিশোধ পদ্ধতি:** অনলাইনে VISA/ MASTER/ AMERICIAN XPRESS/ DBBL NEXUS CARD ও মোবইল ব্যাংকিং ROCKET/bKash এর মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি জমা	৩০ দিন	**সহকারী পরিচালক(ইঞ্জি:) ও রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বিআরটিএ সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)**

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		করতে হয়। মোবাইল ম্যাসেজ (এসএমএস) এর মাধ্যমে প্রদত্ত সেবাসমূহঃ (১) ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের বায়োমেট্রিক প্রদানের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ (যেমন; NP <space> B <space>Date এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ) ; **মন্তব্য: শুধুমাত্র ঢাকা মেট্রো ও চট্ট মেট্রো সার্কেল অফিসের জন্য প্রযোজ্য।** (২) ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট Printing এর স্ট্যাটাস জানা (যেমন; NP<space>DRC এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ); (৩) ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ (যেমন; NP<space>C<space>Date এবং ২৬৯৬৯ নম্বরে SMS প্রেরণ);		প্রদান (**বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে**) সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করা যাচ্ছে। বিআরটিএ অফিসে না এসেই নির্ধারিত ১৮টি ব্যাংকের ৫৪৭টি শাখা ও ২৪টি বিশেষায়িত বুথের মাধ্যমেও ফি প্রদান করা যায়।		
১৮।	রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু	(১) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে **বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের** মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হয়; (২) আবেদনের সাথে আপলোডকৃত কাগজপত্রাদির (যেমন, ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট ইত্যাদি) সঠিকতা যাচাই করে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের অফিস অবকাঠামো, জনবল, লজিস্টিকস সাপোর্ট ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়; (৩) এরপর রাইডশেয়ারিং সেবাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত অ্যাপস্ এর ডেমনোস্ট্রেশন নেয়া হয়; (৪) উপরে বর্ণিত সকল বিষয়াদি রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পাওয়া গেলে অনলাইনেই	(১) ট্রেড লাইসেন্স; (২) টিন সার্টিফিকেট; (৩) সার্টিফিকেট ইন কর্পোরেশন। (৪) ভ্যাট সার্টিফিকেট;	(১) মূল ফি: ১,০০,০০০/- (২) ভ্যাট: ১৫% (৩) সম্পূরক শূল্ক: ১৫%	১৪ দিন	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		বিআরটিএ থেকে ৩ (তিন) ধাপে অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং সেবাগ্রহণকারী রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ঘরে বসেই অনলাইনে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নিতে পারে।				
১৯	রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়ন	(১) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে **বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের** মাধ্যমে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়ন করার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হয়; (২) আবেদনের সাথে আপলোডকৃত হালনাগাদ কাগজপত্রাদির (যেমন, ট্রেড লাইসেন্স, টিন সার্টিফিকেট ইত্যাদি) সঠিকতা যাচাই করা হয়; (৩) এরপর রাইডশেয়ারিং সেবাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত অ্যাপস্ এর ডেমনোস্ট্রেশন নেয়া হয়; উপরে বর্ণিত সকল বিষয়াদি রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পাওয়া গেলে অনলাইনেই বিআরটিএ থেকে ৩ (তিন) ধাপে অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং সেবাগ্রহণকারী রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ঘরে বসেই অনলাইনে নবায়নকৃত রাইডশেয়ারিং সেবাদনকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নিতে পারে।	(১) ট্রেড লাইসেন্স; (২) টিন সার্টিফিকেট; (৩) সার্টিফিকেট ইন কর্পোরেশন। (৪) ভ্যাট সার্টিফিকেট;	(১) মূল ফি: ১০,০০০/- (২) ভ্যাট: ১৫% (৩) সম্পূরক শূল্ক: ১৫%	৭ দিন	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়
২০	রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু	(১) রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য মোটরযান মালিককে **বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে** নিবন্ধন করতে হবে। (২) এরপর রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেটের জন্য মোটরযান মালিককে **বিআরটিএ সার্ভিস**	(১) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট; (২) হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট; (৩) চালকের হালনাগাদ ড্রাইভিং লাইসেন্স; (৪) মালিক ও চালক উভয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র; (৫) মালিকের টিআইএন সার্টিফিকেট।	**মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে:** • মূল ফি: ৫০০/- • ভ্যাট: ১৫% • সম্পূরক শূল্ক: ১৫% **অন্যান্য মোটরযানের ক্ষেত্রে:**	৩ দিন	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		পোর্টালে লগ-ইন করে মোটরযান সংযুক্ত করে নিতে হবে। (৩) পরবর্তীতে রাইডশেয়ারিং ম্যানুতে ক্লিক করে মোটরযান নিবন্ধন বাটনে ক্লিক করে রাইডশেয়ারিং মোটরযান নিবন্ধনের কাজ সম্পন্ন করে সংরক্ষণ বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করতে হবে। (৪) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনলাইনে অনুমোদন প্রদানের পর মোটরযান মালিক কর্তৃক নির্ধার্তি ব্যাংকে (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা অনলাইনে (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**) প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান করতে হবে। (৫) পরবর্তীতে বিআরটিএ কর্তৃক অনলাইনে অনুমোদন প্রদানের পর মোটরযান মালিক কর্তৃক ঘরে বসেই রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। (৬) রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নবায়নের জন্য মোটরযান মালিককে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে লগ-ইন করে হোম ম্যানু থেকে ড্যাশবোর্ড অপশনে গিয়ে রাইড শেয়ারিং মোটরযান সংক্রান্ত তথ্য অংশে "নবায়ন করুন" বাটনে ক্লিক করতে হবে; (৭) এরপর রাইডশেয়ারিং মোটরযান নিবন্ধন অংশে তথ্যাদি হালনাগাদ করে সংরক্ষণ বাটনে ক্লিক করে সাবমিট করতে হবে। (৮) রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী সংশ্লিষ্ট		• মূল ফি: ১০০০/- • ভ্যাট: ১৫% • সম্পূরক শূল্ক: ১৫%		

৯

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
		প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনলাইনে অনুমোদন প্রদানের পর মোটরযান মালিক কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে (ক্লিক করতে হবে - **ব্যাংকের তালিকা**) অথবা, অনলাইনে (ক্লিক করতে হবে - **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে**) প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে বিআরটিএ কর্তৃক অনলাইনে অনুমোদন প্রদানের পর মোটরযান মালিক কর্তৃক ঘরে বসেই নবায়নকৃত রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট করে নিতে পারবেন।				
২১	মোটরযান প্রস্তুত কারকের নামে মেকার্স কোড প্রদান	ইতোপূর্বে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়নি এমন প্রস্তুতকারকের সম্পূর্ণ যুক্ত (CBU) অবস্থায় আমদানিকৃত মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে আমদানিকারককে বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে প্রস্তুতকারকের নামে মেকার্স কোড বরাদ্দ গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসহ পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ সদর কার্যালয় বরাবর আবেদন করতে হয়। একই প্রস্তুতকারকের নামে একাধিক মডেলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মেকার্স কোডের জন্য আবেদনের প্রয়োজন নেই। তবে, একাধিক আমদানিকারক একই মডেলের মোটরযান আমদানির ক্ষেত্রে প্রত্যেক আমদানিকারককে মেকার্স কোড বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে হবে। এ ধরনের আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মোটরযানটির ডকুমেন্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক পরীক্ষা করা হয় এবং মোটরযানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। মোটরযানটি মোটরযান আইন ও বিধি মোতাবেক সঠিক পাওয়া গেলে এবং আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্রের সাথে মোটরযানের মিল থাকলে উক্ত প্রস্তুতকারকের নামে একটি মেকার্স কোড বরাদ্দ করা হয়।	(১) কোম্পানির ট্রেড লাইসেন্স (২) টি.আই.এন (TIN)(হালনাগাদ ট্যাক্স পরিশোধের প্রমানপত্রসহ)। (৩) আমদানি নিবন্ধন প্রত্যয়ন পত্র (৪) আমদানিকারকের সাথে রপ্তানিকারকের চুক্তিপত্র। (৫) ক্যাটালগ। (৬) ম্যানুয়াল। (৭) আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি। (ব্র্যান্ড ও মডেল অনুযায়ী): • এল সি /এল সি এ কপি • বিল অব এন্ট্রি • বিল অব লেডিং/এয়ার বিল/ডেলিভারী চালান • ইনভয়েস • প্যাকিং লিষ্ট	প্রযোজ্য নয়	০১ কর্মদিবস	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
২২	টাইপ অনুমোদন প্রদান	সম্পূর্ণ বিযুক্ত (CKD) অবস্থায় বা আংশিক বিযুক্ত (SKD) অবস্থায় আমদানিকৃত মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে টাইপ অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া যুক্ত (CBU) অবস্থায় আমদানিকৃত পিক-আপ/ট্রাকের উপর কভার্ডভ্যানের বডি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে বডির টাইপ অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে টাইপ অনুমোদনের জন্য চেকলিস্টে উল্লেখিত কাগজপত্রসহ পরিচালক(ইঞ্জিঃ) বরাবর আবেদন করতে হয়। ক্ষেত্র বিশেষে স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যদের কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন করা হয় (সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রস্তুতকারক হিসেবে আবেদনের ক্ষেত্রে)। আমদানিকৃত বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে নিজস্ব কারখানায় সংযোজিত/বডি প্রস্তুতকৃত মোটরযানটি বিআরটিএ সদর কার্যালয়ের মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। মোটরযানটি মোটরযান আইন ও বিধি মোতাবেক সঠিক থাকলে এবং আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্রের সাথে মোটরযানের মিল থাকলে মোটরযান পরিদর্শক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হতে টেস্ট রিপোর্ট দাখিলের জন্য আমদানিকারককে এ শাখা হতে পত্র প্রেরণ করা হয়। মোটরযান পরিদর্শকের প্রতিবেদন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের টেস্ট রিপোর্ট এর প্রেক্ষিতে আবেদনটি বিআরটিএ' র স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় স্থায়ী টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাইপ অনুমোদন দেয়া হয়।	(১) বিনিয়োগ বোর্ডের নিবন্ধন পত্র (২) কোম্পানির ট্রেড লাইসেন্স (৩) টি.আই.এন (TIN)(হালনাগাদ ট্যাক্স পরিশোধের প্রমানপত্রসহ)। কারখানার পরিবেশগত ছাড়পত্র (৪) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সার্টিফিকেট (৫) আমদানি নিবন্ধন প্রত্যয়ন পত্র (৬) আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের সাথে চুক্তিপত্র (৭) ফ্যাক্টরী লে-আউট প্লান (৮) যন্ত্রপাতির তালিকা (৯) লোকবলের তালিকা (১০) ক্যাটালগ (১১) ম্যানুয়াল (১২) মোটরযানের ড্রয়িং (১৩) AIT ও মূল্য সংযোজন কর (VAT)সংক্রান্ত কাগজপত্র (১৪) আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্র (ব্র্যান্ড ও মডেল অনুযায়ী) ক) এল সি /এল সি এ কপি খ) বিল অব এন্ট্রি গ) বিল অব লেডিং/এয়ার বিল/ডেলিভারী চালান ঘ) ইনভয়েস ঙ) প্যাকিং লিষ্ট পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং) বরাবর আবেদনপত্র ও চেকলিষ্ট এ বর্ণিত সকল কাগজপত্র (ম্যানুয়াল ব্যতিত) স্পাইরাল বাইন্ডিং করে পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)-এর ব্যক্তিগত সহকারীর নিকট জমা দিতে হবে। (১৫) মোটরযান পরিদর্শকের প্রতিবেদন (বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে) (১৬) মোটরযানের পারফরমেন্স সংক্রান্ত টেষ্ট রিপোর্ট : [বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)/মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)/ ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট) হতে]	প্রযোজ্য নয়	৩০ কর্মদিবস	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়
২৩	স্থানীয় প্রস্তুতকারক হিসেবে অনুমোদন	স্থানীয় প্রস্তুতকারক হিসেবে অনুমোদনের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নিজস্ব কারখানায়	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.২৬.০১৭.২০১৫-৩৯২, তারিখঃ ০৫-০৬-	প্রযোজ্য নয়	৪৫ কর্মদিবস	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:)

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
	প্রদান	মোটরযানের চেসিসসহ এক বা একাধিক পার্টস তৈরী করতে হবে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০২০.২৬.০১৭.২০১৫-৩৯২, তারিখঃ ০৫-০৬-২০২৩খ্রিঃ তারিখের পত্রে বর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে।	২০২৩খ্রিঃ তারিখের পত্রে বর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।			ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়
২৪	সিকেডি তালিকা অনুমোদন	সম্পূর্ণ বিযুক্ত (CKD) অবস্থায় আমদানিকৃত মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের পূর্বে বিআরটিএ সদর কার্যালয় হতে মেকার্স কোড এবং টাইপ অনুমোদন গ্রহণের পর সিকেডি অনুমোদন নিতে হয়। সিকেডি অনুমোদনের জন্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চেকলিস্ট অনুযায়ী সকল কাগজপত্রসহ পরিচালক(ইঞ্জিঃ) বরাবর আবেদন করতে হয়। কাগজপত্র যাচাই বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে সংযোজিত মোটরযানের সিকেডি তালিকা অনুমোদন দেয়া হয়।	(১) টাইপ অনুমোদনের কপি (২) আমদানি সংক্রান্ত কাগজপত্র (ব্র্যান্ড ও মডেল অনুযায়ী) ক) এল সি /এল সি এ কপি খ) বিল অব এন্ট্রি গ) বিল অব লেডিং/এয়ার বিল/ডেলিভারী চালান ঘ) ইনভয়েস ঙ) প্যাকিং লিষ্ট (৩) অঙ্গিকারনামা (সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক) (৪) সংযোজিত মোটরযানের ইঞ্জিন ও চেসিসের তালিকা (সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত)	প্রযোজ্য নয়	০১ কর্মদিবস	শীতাংশু শেখর বিশ্বাস পরিচালক(ইঞ্জি:) ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৬ ই-মেইল: de@brta.gov.bd বিআরটিএ সদর কার্যালয়

২.২। প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	সরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন যানবাহন অকেজো ঘোষণা করার বিষয় সুপারিশ	প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মোটরযানটি মোটরযান পরিদর্শক কর্তৃক সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়। মোটরযানটি অকেজো ঘোষণার যোগ্য হলে নির্ধারিত ফরমে সুপারিশ করা হয়।	(১) সংশ্লিষ্ট যানবাহনের লগ বই এর ফটোকপি; (২) রেজিস্ট্রেশন সনদের ফটোকপি	প্রয়োজ্য নয়	২-৩ দিন	**সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:)/মোটরযান পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস সকল (সার্কেলের সংশ্লিষ্ট যোগাযোগের লিংক)** ঢাকার ক্ষেত্রেঃ মোহাম্মদ আলী আহসান মিলন সহকারী পরিচালক(ইঞ্জিনিয়ারিং) ফোন: +০১৫৫০০৫১৫৮৯ মেরামত ও কনডেমনেশন শাখা ৬ নং টিনশেড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা

২.৩। অভ্যন্তরীণ সেবা

ক্র.নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	পেনশন/পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর	(ক) আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) সরকারী কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ-২০২০ অনুসরণে (গ) শৃঙ্খলা ও অডিট নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন যাচাই সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করা; (ঘ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদন (পেনশন ফরম, নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ সংযুক্তিসহ); (খ) প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ, চাকরি বিবরণী, বিগত তিন বছরের না-দাবী প্রত্যয়নপত্র এবং বিভিন্ন কর্মস্থল হতে প্রাপ্ত অডিট অনাপত্তি ও না-দাবী সনদ পত্র; (গ) প্রাপ্তব্য পেনশনের বৈধ উত্তরাধিকার ঘোষণাপত্র; (ঘ) অধিকন্তু, সরকারী কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ-২০২০ মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র। [লিংকঃ **প্রয়োজনীয় আদেশ/ডকুমেন্ট/ফর্ম সংক্রান্ত**]	বিনামূল্যে	১৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
২।	পিআরএল/লাম্পগ্রান্ট অনুমোদন	(ক) আবেদনের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি করা; (খ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আবেদন; (খ) হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন;	বিনামূল্যে	১০ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
৩।	ভবিষ্যৎ তহবিল হতে চূড়ান্ত উত্তোলন	(ক) আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯ অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা; (গ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) আবেদনপত্র; (খ) চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের অথরিটিপত্র; (গ) জিপিএফ স্লিপ;	বিনামূল্যে	৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
৪।	ভবিষ্যৎ তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯ অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা; (গ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদনপত্র; (খ) হিসাবরক্ষণ অফিস কর্তৃক প্রদত্ত ভবিষ্যৎ তহবিলে জমাকৃত অর্থের স্লিপ;	বিনামূল্যে	৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
৫।	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও অন্যান্য অর্জিত ছুটি মঞ্জুর	(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে; (খ) নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা-১৯৫৯ ও বাংলাদেশ চাকুরী (বিনোদন ভাতা) বিধিমালা-১৯৭৯ অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি করা; (গ) পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা;	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র; (খ) হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রদত্ত ছুটি প্রাপ্যতার প্রত্যয়ন; (গ) শ্রান্তি বিনোদন ছুটির ক্ষেত্রে ইতিপূর্বের মঞ্জুরীর জিও'র কপি; (ঘ) চিকিৎসাজনিত ছুটির ক্ষেত্রে চিকিৎসা সনদ; (ঙ) মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে চিকিৎসা সনদ;	বিনামূল্যে	৫ দিন	মোঃ রিয়াজুর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭৩৭ ই-মেইল: ada@brta.gov.bd
৬।	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পদোন্নতি, টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড প্রদান	(ক) ডিপিসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নিষ্পত্তি করা; (খ) পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অবহিত করা;	(ক) শৃঙ্খলাজনিত প্রতিবেদন; (খ) এসিআর;	বিনামূল্যে	৩০ দিন	মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ফোন: +৮৮-০২-৫৫০৪০৭২০ ই-মেইল: dda@brta.gov.bd

৩। আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাঃ প্রযোজ্য নয়।

৪। আপনাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশাঃ

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান;
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা;
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইল নির্দেশনা অনুসরণ করা;
৪	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা;
৫	অনাবশ্যক ফোন তদবির না করা;

৫। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তার কাছ থেকে সমাধান পাওয়া না গেলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে আপনার সমস্যা অবহিত করুন।

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	এ, টি, এম কামরুল ইসলাম তাং পরিচালক (অডিট ও আইন) (যুগ্মসচিব) মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫০০৫১৫৭০ ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১৫, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১২ ই-মেইলঃ dal@brta.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	নুর মোহাম্মদ মজুমদার চেয়ারম্যান মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫০০৫১৫৬৩ ফোনঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১১, ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৫৫০৪০৭১২ ই-মেইলঃ chairman@brta.gov.bd	২০ কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ভবন নং ৭, ৮ম তলা বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন: +৮৮-০২-৯৫১১১২২, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৩৯০০ ই-মেইলঃ info@rthd.gov.bd	৬০ কার্যদিবস